http://JumuarKhutba.Wordpress.com

তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চাইবে এমন লোক তারা নয়। [২৭]

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় আটকে গিয়েছে বলতে মুজাহিদীনদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা জিহাদ করতে গিয়ে ব্যস্ত থাকায় কামাই-রোজগার, ব্যবসা-বানিজ্য করতে পারে না। তাদের লেবাস পোষাক দেখলেও তাদেরকে অভাবী মনে হয় না। রাসূল (সা:) এর সময় মুহাজিরগণ ও আনসারদের মধ্যে থেকে আসহাবে সুফ্ফাহ নামে তিন চারশ লোকের একটি দল ছিল যারা সার্বক্ষণিক আল্লাহর রাসূল (সা:) এর কাছেই থাকতেন। যাকে যখন যে দায়িত্ব দেয়া হত তারা পূরণ করত। জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

এ আয়াতে বিশেষ করে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্তমানেও এরকম একদল মুজাহিদীন তৈরি করা প্রয়োজন যারা সেই আসহাবে সুফ্ফাহর মত সদা প্রস্তুত থাকবে। যখনই কোন নাস্তিক, মুরতাদ ইসলামের কোন বিষয় কটাক্ষ করবে অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে তখনই তাদের উপর আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে। এরকম বাহিনী তৈরি করার জন্য তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কিনে দেয়ার জন্য এবং তাদের পরিবারের খোরপোষের ব্যবস্থা করার জন্য যাকাত এবং সাদাকার একটি বড় অংশ ব্যয় করা খুবই জরুরী।

৮) ابن السبيل (ইবনুস সাবীল) নিঃসহায় পথচারী

নিঃসহায় পথচারী বলতে এমন একজন ভ্রমণকারীকে বুঝায় যার হাতে বাড়িতে ফিরে আসার মত পর্যাপ্ত অর্থ নাই। নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে তার যাকাত পাওয়ার অধিকার আছে ঃ

ক) সে অবশ্যই তার নিজ এলাকার বাইরে অন্য কোন এলাকায় অবস্থান করবে। নিজ এলাকার ভিতরে অবস্থান করলে গরিব বা অভাবী বলে গণ্য করা হবে, নিঃসহায় পথচারি নয়।

খ) কোন আইনসঙ্গত বা বৈধ উদ্দেশ্যে তাকে এলাকা ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় তাকে অর্থ প্রদান অন্যায় কাজে সমর্থন দেয়ার শামিল বলে গণ্য হবে।

গ) নিজ এলাকায় ধনী বলে গণ্য হলেও ভ্রমনকালে তার অর্থাভাব থাকতে হবে।

নিঃসহায় পথচারী যাকাত পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যদি তার অর্থ বিলম্বে প্রদেয় ঋণের আকারে অপরের কাছে পাওনা থাকে অথবা কারো

[২৭] সুরা বাকারা ২৭৩।

কাছে পাওনা আছে কিন্তু ঐ প্রয়োজনের সময় ঋণগ্রহীতাকে ঐ স্থানে পাওয়া না যায় অথবা ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া হয় অথবা ঋণগ্রহীতা তার ঋণ অস্বীকার করে।

প্রশ্ন: মা-বাবা, ছেলে-মেয়েকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর: না! মা-বাবা, ছেলে-মেয়েদের যাকাত দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে, যাকাতদাতার উসূল-ফুরু' অর্থাৎ "আপনি যাদের থেকে দুনিয়াতে এসেছেন অথবা আপনার থেকে যারা দুনিয়াতে এসেছে" তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। আপনি যাদের থেকে এসেছেন বলতে আপনার উসূল অর্থাৎ আপনার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পরদাদা-পরদাদী, পরনানা-পরনানী এভাবে যত উপরে যাবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর আপনার থেকে যারা দুনিয়াতে এসেছেন বলতে আপনার ফুরু' অর্থাৎ আপনার ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী, পুতী-পুতনী এভাবে যত নিচে যাবে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এদের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না।

প্রশ্ন: ভাই-বোন, মামা-খালা, চাচা-ফুফু ও তাদের সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ! এদের সকলকে যাকাত দেয়া যাবে। কারণ এরা উপরোক্ত উসূল বা ফুরু' কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এরা যদি অভাবী হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কারণ তাতে একদিকে গরীবকে সাহায্য করা হয় অপর দিকে আত্মিয়তার বন্ধন রক্ষা করা হয়। হাদীসে আল্লাহ রাসূল সা: ইরশাদ করেছেন:

الصدقة على المسكن صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة)

অর্থ: " মিসকিনকে সাদাকা দেয়া হলে শুধুমাত্র সাদাকার সওয়াব পাওয়া যাবে। আর আত্মিয়-স্বজনদের সাদাকা প্রদান করলে দুইটি সওয়াব পাওয়া যাবে একটি হলো সাদাকার সওয়াব আরেকটি হলো আত্মিয়তার বন্ধন রক্ষা করার সওয়াব।"[২৮]

প্রশ্ন: স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কি?

উত্তর: স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না। কেননা স্ত্রীর খোর-পোষ স্বামীর উপর ওয়াজীব। এক্ষেত্রে নিজের স্ত্রীকে যাকাত দেয়ার মাধ্যমে মূলত: নিজেই উপকৃত হয়। আর নিজের যাকাত দিয়ে নিজে ফায়াদা হাসীল করা যায়েজ নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রী নিজ স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে ওলামাদের

[২৮] সুনানে তিরমিজি ৬৫৩; সুনানে নাসয়ী ২৫৮১; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৮৪৪।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের এক মত অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। তাদের দলীল হলো: 'স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দিলে মূলত এর দ্বারা যাকাতদাতা নিজেই উপকৃত হয়। আর যাকাতদাতা নিজেই নিজের যাকাত দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়েজ নেই।'

তবে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের এক মত হলো স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে। তাদের দলীল আবূ সায়ীদ খুদরী রা: থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের নিম্নের অংশটি:

جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ... قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব আল্লাহর রাসূল সা: এর কাছে জানতে চাইল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আজকে সাদাকা করার জন্য আদেশ করেছেন। আমার কিছু অলংকার ছিল আমি তা সাদাকা করতে চাইলে আমার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন যে, তিনি এবং তার সন্তানরাই এই সাদাকা পাওয়ার বেশী উপযুক্ত। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, হ্যাঁ! আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে। তোমার স্বামী ও তোমার সন্তানগণ তুমি যাদেরকে দান করবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হকদার।"[২৯]

তাছাড়া স্ত্রীর উপরে স্বামীর খোর-পোষ ওয়াজীব নয়। তাই এক্ষেত্রে স্ত্রী এবং অন্য মানুষ সমান। অন্য যে কোন মহিলা যেমন যে কোন পুরুষকে যাকাত দিতে পারে তেমনিভাবে নিজের স্ত্রীও স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে।

দলীল প্রমানের ভিত্তিতে ২য় মতটিই অধিক শক্তিশালী।

প্রশ্ন: কোন বিদআতী, ফাসেক অথবা যারা অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয় করে তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর: যে সকল মুসলিম যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

[২৯] সহীহ বুখারী ১৪৬২।

১) খাঁটি মুসলিম: কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি শরিয়তের সম্পূর্ণ আনুগত্যশীল মুসলিম। এই প্রকার মুসলিম যদি যাকাত গ্রহণকরার উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাত প্রদান করা যায়েজ।

২) চরম বিদআ'তী মুসলিম: অর্থাৎ যারা এমন বিদআ'তে লিপ্ত যেগুলো ইসলাম থেকে মানুষকে খারিজ করে দেয়। এই প্রকার বিদআ'তীদেরকে সর্বসম্মতীক্রমে যাকাত দেয়া যায়েজ নাই। কেননা তারা এই বিদআ'তের মাধ্যমে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। আর কাফেরদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যায়েজ নাই।

৩) সাধারণ বিদআ'তী ও পাপাচারে লিপ্ত মুসলিম: যারা আক্বিদাগত বা আমলগত এমন কোন বিদআ'তে লিপ্ত নাই যার দ্বারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। অথবা এমন কোন সাধারণ মুসলিম যাদের আক্বিদাগত কোন সমস্যা নেই তবে আমলগত ত্রুটি আছে। এই প্রকার লোকদের ব্যাপারে যদি ধারণা হয় যে তারা যাকাতের অর্থ নিজেদের বিদআত অথবা পাপকাজে ব্যয় করবে তাহলে তাদেরকে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী যাকাত দেয়া যায়েজ নাই। এজন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা র: বলেছেন,

فينبغي للانسان ان يتحري بزكاته المستحقين من الفقراء و المساكين و الغارمين و غيرهم من اهل الدين المتبعين للشريعة

অর্থ: " মুসলিমদের উচিত তারা তাদের যাকাতকে যাচাই-বাছাই করে গরীব, অভাবগ্রস্থ, ঋণগ্রস্থদের ও অন্যান্য হকদারদের মধ্য থেকে যারা শরিয়তের বিধান সঠিকভাবে মেনে চলে তাদেরকে প্রদান করা।"[৩০]

কেননা যারা বিদআ'ত করে অথবা অন্যায় করে তাদেরতো মুসলিমরা বর্জন করা ও ঘৃণা করার মাধ্যমে শাস্তি দিবে। তাদেরকে তওবা করার জন্য আহবান করা হবে। তাহলে তাদেরকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যায় কিভাবে?

এমনিভাবে যাদেরকে যাকাত দিলে আল্লাহর ইবাদতের কাজে ব্যয় করবে না তাদেরকেও যাকাত দেয়া উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা যাকাত ফরজ করেছেন তার ইবাদত করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করার জন্য। সুতরাং যারা সালাত আদায় করে না, আল্লাহর হুকুম পালন করে না তাদেরকে যাকাত না দেয়া উচিত যাতে তারা তওবা করে এবং সালাত আদায়ে পাবন্দি করে।

[৩০] আল ফাতাওয়া ২৫/৮৭।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

মোটকথা: যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে দীনদ্বার, সঠিক আক্বিদাহ ও আমলের অনুসারী, তাওহীদবাদী, মুমিন-মুসলিমদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। একারণেই আল্লাহ সুব: বলেন:

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}

অর্থ: "বিশেষ করে এমন সব গরীব লোক সাহায্য লাভের অধিকারী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা চালাতে পারে না এবং তাদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে স্বচ্ছল বলে মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারো। তারা মানুষের কাছে পীড়াপীড়ি করে নাছোড়বান্দা হয়ে প্রার্থণা করে না।"[৩১]

এ আয়াকে আল্লাহ সুব: ঐসকল দ্বীনদার, পরহেজগার, মুমিন-মুসলিমদেরকে খুজে বের করে যাকাত দেয়ার জন্য হুকুম দিচ্ছেন যারা অভাব-অনাটনের কারণে অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করে, তবুও কারও কাছে ধর্ণা দেয় না। নিজের অভাবের কথা প্রকাশ করে না। এমনকি তার চাল-চলন, লেবাস-পোষাক, আচার-ব্যবহার দ্বারাও তার আভ্যন্তরীন অসহায় অবস্থা অনুভব করা যায় না। বরং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে স্বচ্ছল বলেই মনে হয়। এককথায় একজন গরীব ভদ্রলোক। এধরণের লোকদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে যাকাত দেয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: সৈয়দ বংশ বা রাসূলুল্লাহ সা: এর বংশের লোকদেরকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর: না! রাসূলুল্লাহ সা: এর বংশ বনু হাশেম অর্থাৎ আলী রা: এর বংশধর, আ'কিলের বংশধর, জাফরের বংশধর, আব্বাস রা: এর বংশধর, হারেসের বংশধর এদেরকে সর্বসম্মতিক্রমে যাকাতের মাল দেয়া যাবে না। এমনিভাবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মুত্তালেবের বংশধরগণও রাসূলুল্লাহ সা: এর বংশধর হিসাবে গণ্য হবে এবং তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِى لآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (صحيح مسلم)

[৩১] সুরা বাকারা ২৭৩।

অর্থ: "নিশ্চয়ই এই সাদাকাহ মুহাম্মদ সা: এর পরিবাবের জন্য উচিত নয় কেননা অবশ্যই ইহা মানুষের ময়লা।[৩২]

এ হাদীসে মানুষের ময়লা বলার কারণ হচ্ছে যেহেতু যাকাতের মাধ্যমে অবশিষ্ট মালের এবং নফসের পবিত্রতা অর্জণ হয় তাই যাকাতের অংশটিকে ময়লা বলা হয়েছে। তাছাড়া অপর হাদীসে উল্লেখ হয়েছে:

أَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ (صحيح مسلم)

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, আমাদের জন্য সাদাকাহ হালাল কর হয় নি।"[৩৩]

অপর আরেক হাদীসে উল্লেখ আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ كِخْ كِخْ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (صحيح البخاري)

অর্থ: " আবূ হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হাসান ইবনে আলী রা: একবার সাদাকার খেজুর নিল এবং তা মুখে পুরে ফেলল। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, কিখ! কিখ! (অর্থাৎ তাকে মুখ থেকে ফেলে দেয়ার জন্য বললেন) তুমি কি জান না যে, আমরা সাদাকার খাই না।[৩৪]

উপরের হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সা: এর পরিবারবর্গের উপর সাদাকার মাল গ্রহণ করা যায়েজ ছিল না।

তবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা র: এর মতে, বনু হাশেমের যাকাত বনু হাশেম গ্রহণ করতে পারবে অন্য লোকদের যাকাত গ্রহণ করতে পারবে না। এ মতটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ র: থেকেও বর্ণিত।

সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত

প্রশ্ন: সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত দেয়া যাবে কি?

উত্তর: বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে সরকারীভাবে একটি যাকাত ফান্ড গঠন করা হয়। আর সে জন্য কিছু সরকারী আলেমদের মাধ্যমে একটি যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যারা সাধারণ মানুষকে সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখ করে সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত দেয়ার

[৩২] সহীহ মুসলিম ২৫৩০; সুনানে আবু দাউদ ২৯৮৭; সুনানে নাসায়ী ২৬০৮।
[৩৩] সহীহ মুসলিম ২৫২৩; সুনানে আবু দাউদ ১৬৫২।
[৩৪] সহীহ বুখারী ৩০৭২; সহীহ মুসলিম ২৫২২।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

জন্য জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে। মূলত: যাকাত আদায় করার দায়িত্বই ছিল সরকারের। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: মুমিন শাসকদের মৌলিক চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে যাকাত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

{الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: ٤١]

অর্থ: তারা (মুমিনরা) এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।[৩৫]

এ আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে তারা সালাত কায়েম করবে। তারপরে যাকাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। এর রহস্য হচ্ছে, সালাতের মাধ্যমে তাদের মনের ভিতরে আল্লাহর ভয় ঢুকবে। তারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করবে। থানায় ওসি পুলিশের ইমামতি করবে, ডিসি অফিসে ডিসি। এস, পি অফিসে এস, পি। সংসদে স্পিকার। মন্ত্রিপরিষদে প্রধানমন্ত্রী। আদালতে প্রধান বিচারপতি। বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট। এভাবে যদি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সালাত কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা হয় তখনই কেবলমাত্র তাদেরকে বিশ্বাস করে তাদের হাতে যাকাতের মাল তুলে দেয়া যায়। কারণ যে ওসি পুলিশের ইমামতি করবে সে তার অধিনস্ত পুলিশদের থেকে আর ঘুষ চাইতে পারবে না। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রথম শর্ত পূরণ করলো না তৃতীয় ও চতুর্থ শর্তের কোন খবর নেই তখন শুধুমাত্র দ্বিতীয়টার জন্য বোর্ড গঠন করা এটাকি সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ নয়? তাছাড়া যে সরকার বারবার দূর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাদের হাতে যাকাতের মাল তুলে দেয়া শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেয়া বা ডাকাতের ঘাটে নৌকা ভিড়ানোর মতো নয় কি?

মূলত: সরকারের কিছু পা চাটা গোলাম, দরবারি আলেমরা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ জাতীয় ফতওয়া ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। নতুবা যে সরকার কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, সাংবিধানিকভাবে আল্লাহর স্বার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে না, আদালতে আল্লাহর আইন-বিধান দিয়ে

[৩৫] সুরা হজ্জ ৪১।

বিচার-ফায়সালা করে না বরং আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে জনগনের স্বার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, মূর্তি তৈরি করা ও সংরক্ষণ করা যাদের প্রধান কাজ, আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে গনতন্ত্রই যাদের মুক্তির মূলমন্ত্র। যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে সুদভিত্তিক অর্থনীতিই যাদের মূলনীতি তাদের কাছে যাকাতের অর্থ তুলে দেয়া যাকাতকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করা, উপহাস করা ও মজাক করার শামীল। সুতরাং মুমিনদের জন্য সরকারের যাকাত তহবিলে যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

যাকাতের লুঙ্গি-শাড়ী

প্রশ্ন: প্রতি রমজানে পত্র-পত্রিকায় ও ব্যানারে যাকাতের লুঙ্গি-শাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। যাকাতের লুঙ্গি-শাড়ী বলতে কিছু আছে কি?

উত্তর: পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যাকাত হচ্ছে ধনীদের সম্পদে গরীব ও অসহায় মানুষের আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার। আল্লাহ সুব: ইরশাদ করেন:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ١٩)

অর্থ: "আর তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার"।

সুতরাং ধনীদের দায়িত্ব হলো গরীবদের প্রাপ্য তাদের হাতে পৌছে দেয়া। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা পাতলা সুতা আর কাঁচা রং দিয়ে নিম্নমানের কাপড়-চোপড় তৈরী করে অথবা সারাবছরের অচল কাপড়-চোপড়গুলোকে চালিয়ে দেয়ার জন্য যাকাতকে নিয়ে এধরণের হাস্যকর ব্যবাসায় মেতে ওঠে। আবার এই সুযোগে কিছু রাজনৈতিক নেতারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে যাকাতের লুঙ্গি-শাড়ী বিতারণের নামে অসহায়-গরীব মানুষদেরকে জড় করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এর মাধ্যমে এক দিকে যাকাতের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হয় অপরদিকে গরীব মানুষদের কষ্ট দেয়া হয়। এগুলো মুসলিমদের বর্জণ করা উচিত।

প্রশ্ন: হিসাব ব্যতিত যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর: অনেকেই হিসাব ব্যতিতই লাম-ছামভাবে কিছু যাকাত আদায় করে থাকে। হিসাব-নিকাশ ব্যতিত যতটাকাই আদায় করা হোক না কেন তা যাকাত বলে আদায় হবে না। বরং সাধারণ দান হিসাবে গন্য হবে। অবশ্য কেউ যদি যাকাতের নিয়্যাতে কিছু টাকা দান করলো কিন্তু পরে হিসাব-নিকাশ করে সমন্বয় করলো তবে সে ক্ষেত্রে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। হিসাব-নিকাশ

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

ব্যতিত দান করলে যাকাত আদায় না হওয়ার কারন হলো, যাকাত ধনীদের মালের মধ্যে গরীবদের একটি নির্দিষ্ট পাওনা অধিকার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়াল ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (المعارج: ২৪)

ধার্যকৃত এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাকাত স্থানান্তর

প্রশ্নঃ এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা জায়েজ আছে কি?

উত্তরঃ যাকাত ইসলামি দেশগুলোতে সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। সত্যধর্ম ইসলামের প্রকৃত অবস্থা ও মৌলিক দিকসমূহ তুলে ধরার জন্য এ হাতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত। দখলদারদের কবল থেকে কোন ইসলামি ভূমি মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহ এবং তার সহচরদের ভূমিকা থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, যাকাতের অর্থ যে এলাকা থেকে আদায় করা হবে সে এলাকার গরিবদের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে বিতরণ করা হবে। উদ্বৃত্ত তহবিল অন্য শহরে স্থানান্তর করা যাবে। তবে দুর্ভিক্ষ বা দুর্যোগ কবলিত এলাকায় বসবাসকারী কিংবা দুর্গত অবস্থায় পতিতরা ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে যাকাত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

যাকাত স্থানান্তরের নিয়মাবলি

প্রথমতঃ যাকাতের অর্থ যে এলাকা থেকে আদায় করা হয়েছে প্রাথমিকভাবে সে এলাকার গরিবদের মধ্যেই বিতরণ করা উচিত, যাকাতদাতার নিজের বসবাসের এলাকায় নয়, তবে সুনির্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে যাকাতের অর্থ অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে।

যাকাত স্থানান্তরের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হলো ঃ

ক) জিহাদ অর্থাৎ আল্লাহর পথে যুদ্ধরতদের এলাকায় যাকাত স্থানান্তর।

খ) ইসলাম প্রচার, শিক্ষা বিস্তার এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যেগুলো যাকাত বিতরণের আটটি খাতের অন্যতম হিসাবে যাকাত পাওয়ার যোগ্য সেসব ক্ষেত্রে যাকাত স্থানান্তর করা যাবে।

গ) দুর্ভিক্ষ এবং দুর্যোগ কবলিত মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় যাকাত স্থানান্তর করা যাবে।

ঘ) যাকাতদাতার আত্মীয়কে (যে যথার্থই যাকাত পাওয়ার যোগ্য) যাকাত স্থানান্তর করা যাবে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অন্য কোন এলাকায় যাকাত স্থানান্তর করা হলে যাকাত প্রদান অকার্যকর হয়ে যাবে না, তবে যাকাতগ্রহীতা আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত কেউ না হলে কাজটি হবে মাকরুহ বা নিন্দনীয়।

তৃতীয়ত ঃ যাকাতের এলাকা পরিধি হচ্ছে: সংশ্লিষ্ট যাকাতদাতার বসবাসের এলাকার সংলগ্ন গ্রামসমূহ এবং অনধিক ৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা।

চতুর্থর্ত ঃ স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় অনুমোদন যোগ্য কাজসমূহ ঃ

ক) যাকাতের শর্তাবলি পূরণ হলে যাকাতের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করা যাবে এবং যাকাতগ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া যাবে, যাতে সঠিক সময়ে যাকাত তাদের হাতে পৌঁছে।

খ) যাকাতদাতা যদি সঠিক সময়েই যাকাত প্রদান করেন, কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর যাকাতগ্রহীতাদের হাতে পৌঁছে, তার জন্য যাকাতদাতাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কারণ যাকাত তার হকদারদের হাতে পৌঁছার পথে ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশ্নঃ যাকাত কি শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদী এর উপর ফরজ না পূর্বের অন্যান্য উম্মতের উপরও ফরজ ছিল?

উত্তরঃ যাকাত শুধুমাত্র এই উম্মতের উপর ফরজ এমন নয় বরং পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরজ ছিল। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

ইব্রাহীম আঃ এর সন্তানদের যাকাত প্রদান করার আদেশ

আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম আ: এর সন্তানদেরকে অর্থাৎ ইসহাক ও ইয়াকূব আ: কে যাকাত প্রদানের আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} [الأنبياء: ৭৩]

অর্থ: " আর তাদেরকে (ইব্রহীম আ: এর সন্তান ইসহাক ও ইয়াকূবকে) আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত।"[৩৬]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে ইব্রাহীম আ: এর যুগেও যাকাতের বিধান ছিল।

---

[৩৬] সুরা আম্বিয়া ৭৩।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

ইসমাঈল আ: এর পবিবারের উপর যাকাত প্রদানের আদেশ

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইসমাঈল আ: এর ব্যাপারে আলোচানা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তার পরিবারকে যাকাত প্রদানের আদেশ করতেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} [مريم: ৫৫]

অর্থ: " আর সে (ইসমাঈর আ:) তার পরিবার–পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।"[৩৭]

মুসা আ: এর কওমের প্রতি যাকাতের নোটিশ

আল্লাহ তায়ালা মুসা আ: এর কওমের প্রতি যাকাতের প্রদানের নোটিশ পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} [المائدة: ১২]

অর্থ: " আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, **নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর,** আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে।"

ঈসা আ: এর প্রতি যাকাতের নির্দেশ

কুরআনুল কারীমে আল্লাহু সুব: ঈসা আ: কে এবং তার উম্মতদেরকেও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم: ৩১]

[৩৭] সুরা মারইয়াম ৫৫।

অর্থ: " 'আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন'।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, যাকাত শুধুমাত্র আমাদের প্রতিই ফরজ করা হয়েছে তা নয় পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতিও যাকাত ফরজ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন: যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিনতি কি ?

উত্তর: যাকাত আদায় না করার শাস্তি প্রথমত দুই ধরণের হতে পারে। ১. ইহকালিন শাস্তি।

২. পরকালিন শাস্তি।

ইহকালিন শাস্তি আবার দুই রকম। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি ও ইসলামিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত শাস্তি।

আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি

যারা যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে এবং তার মালের মধ্য থেকে আল্লাহর হক এবং গরীবদের হক আদায় করা থেকে কৃপণতা করে আল্লাহ সুব: তাদেরকে দুনিয়াতেই অনবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষতে আক্রান্ত করবেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন:

عن بريدة ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين وفي رواية الا حبس عنهم القطر (الطبرانى فى الأوسط)

অর্থ: "বুরাইদা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেন, যখন কোন জাতি যাকাত আদায় না করে তখন আল্লাহ সব: তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত করেন।"[৩৮]

ইসলামী প্রসাশনের পক্ষ থেকে শাস্তি

যদি তারা ইসলামী সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকে তবে তাদের থেকে জোড়পূর্বক যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا

[৩৮] তাবরানী ৪৫৭৭। ইমাম হাইসামি র: বলেন এই হাদীসের রাবী সকলেই সিকাহ।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও **যাকাত প্রদান করে**। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে (যেমান: কিসাস, রজম ইত্যাদি), তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত।"[৩৯]

এ হাদীসে "অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা" বলে স্পষ্ট করে দেয়া হলো যে, ইসলাম গ্রহণ করার পরেও ইসলামের কোন বিধান অমান্য করার কারণে তার জান-মালের নিরাপত্তা বাতিল হতে পারে। আর সেই বিধানেরই একটি হচ্ছে যাকাত। একারণেই আবূ বকর সিদ্দীক রা: সাহাবায়ে কিরামদের উপস্থিতিতে ঘোষনা করেছিলেন:

الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

অর্থ: " যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বক্‌রির বাচ্চাও না দেয় যা তারা রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে দিত। তাহলে তা না দেওয়ার কারণে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।"[৪০]

আর যদি তারা ইসলামী প্রসাশনের নিয়ন্ত্রনের বাহিরে থাকে তাহলে সরকারের দয়িত্ব হলো তাদের সাথে যুদ্ধ করা। কেননা সাহাবায়ে কিরামগণ তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এ হচ্ছে যাকাত আদায় না করলে তার পার্থিব বা ইহকালিন শাস্তি। আর আখেরাতের শাস্তি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

যাকাত আদায় না করলে আখেরাতের শাস্তি

যাকাত আদায় না করলে আখেরাতের শাস্তির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো:

[৩৯] সহীহ বুখারী ২৪।
[৪০] সহীহ বুখারী ৬৪৫৬।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَـا كَنَـزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة : ٣٤ ، ٣٥]

অর্থ: " যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর'।"[৪১]

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন كنز বা পুঞ্জিভূত সম্পদ হলো ঐ সম্পদ যার যাকাত আদায় করা হয়নি। হাদীস:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّـهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا (صحيح البخاري)

অর্থ: "খালেদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) সাথে বের হলাম, এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ' আমাকে আল্লাহ তায়ালার বাণি: " যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না" এর সম্পর্কে বলুন (এই আয়াতে পুঞ্জিভূত সম্পদ বলতে কি বুঝানো হয়েছে)। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বললেন যেই ব্যাক্তি সম্পদ জমা করে কিন্তু তার যাকাত আদায় করে না তার কথা বলা হয়েছে।[৪২]

[৪১] সুরা তাওবা ৩৪-৩৫।
[৪২] সহীহ বুখারী ১৪০৪।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

হাদীসের মধ্যে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران: ١٨٠] (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন: যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূলুল্লাহ সা: তিলাওয়াত করলেন, " আল্লাহ সুব: যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পন্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যান বয়ে আনবে, বরং উহা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃংখলাবদ্ধ করা হবে।" [৪৩]

অপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ

[৪৩] সহীহ বুখারী ১৩২১;

عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (صحيح مسلم للنيسابوري)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেনঃ যেসব ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তাদের এ সম্পদ দোযখের আগুনে গরম করে পাত তৈরী করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের দেহের উভয় পার্শ্ব ও ললাটে দাগ দেয়া হবে। তার শাস্তি বান্দাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ সময়কার একটি দিনের পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে জান্নাতের দিকে আর কেউ ধরবে জাহান্নামের দিকে। আর যেসব উটের মালিকেরা যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে একটি সমতল মাঠে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হবে এবং ঐসব উট স্থুল দেহ নিয়ে আসবে যেমনটি তারা পৃথিবীতে ছিল এবং এগুলো তাদেরকে পা দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে অগ্রসর হবে। এভাবে যখনই এর শেষ দলটি অতিক্রম করবে পুনরায় এর প্রথম দল এসে পৌছবে। এগুলো এভাবে তাদেরকে মাড়াতে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বিচার শেষ না করবেন। আর এ কাজ এমন এক দিনে করা হবে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে- হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে। আর যেসব ছাগলের মালিকরা তার যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে একটি সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে এবং তার সে ছাগলগুলো মোটাতাজা অবস্থায় যেমনটি পৃথিবীতে ছিলো- এসে তাদের খুর দিয়ে মাড়াবে এবং শিং মারতে মারতে অগ্রসর হবে। অথচ সেদিন কোন একটি ছাগলই শিং বাঁকা, শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না। যখন এদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। আর এভাবে আযাব চলতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ সুব: তাঁর বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করেন। এ শাস্তি এমন এক দিনে হবে যার পরিমান হবে তোমাদের হিসাবানুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে জান্নাতের দিকে আর কেউ ধরবে জাহান্নামের দিকে।"[৪৪]

জাহান্নামে যাওয়ার মৌলিক কারণগুলোর অন্যতম হলো যাকাত আদায় না করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

[৪৪] সহীহ মুসলিম ২৩৩৯।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

{ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (৪২) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (৪৩) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}

[المدثر: ৪২ – ৪৪]

অর্থ: " কিসে তোমাদেরকে (পাপীদেরকে) জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'। 'আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না'।[৪৫]

যাকাত আদায় না করলে জান-মালের নিরাপত্তা থাকে না

একারণেই প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক রা: যাকাত অস্বিকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

عن هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (صحيح البخاري)

অর্থ: আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর ওফাত হল এবং আবূ বকর রা. খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন ওমর রা. বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলবে। আর যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। আবূ বকর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বক্‌রির বাচ্চাও না দেয় যা তারা রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে দিত। তাহলে তা না দেওয়ার

[৪৫] সুরা মুদ্দাস্‌সীর ৪২-৪৪।

কারণে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। ওমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবূ বকর রা. এর বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি-ই হক (আবূ বকর রা. এর সিদ্ধান্ত)।[৪৬]

একারণেই যখন আবু বকর রা. খলিফা নিযুক্ত হলেন এবং নানা ধরণের সমস্যার সাথে একদল মুসলিম যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসল। তখন আবু বকর রা. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (صحيح البخاري)

অর্থ: আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সা. এর ওফাত হল এবং আবূ বকর রা. খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন ওমর রা. বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) বলবে। আর যে কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। আবূ বকর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত হল মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি বক্‌রির বাচ্চাও না দেয় তা তারা রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে দিত। তাহলে তা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। ওমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবূ বকর রা. এর

[৪৬] সহীহ বুখারী ৬৪৫৬।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি-ই হক (আবূ বকর রা. এর সিদ্ধান্ত)।[৪৭]

{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (৩৪) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } [التوبة : ৩৪ ، ৩৫]

অর্থ: " যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর'।"[৪৮]

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন كنز বা পুঞ্জিভূত সম্পদ হলো ঐ সম্পদ যার যাকাত আদায় করা হয়নি।

হাদীস:

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا (صحيح البخاري)

অর্থ: "খালেদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) সাথে বের হলাম, এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ' আমাকে আল্লাহ তায়ালার বাণি: " যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না" এর সম্পর্কে বলুন (এই আয়াতে পুঞ্জিভূত সম্পদ বলতে কি বুঝানো হয়েছে)। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.

[৪৭] সহীহ বুখারী ৬৪৫৬।
[৪৮] সুরা তাওবা ৩৪-৩৫।

বললেন যেই ব্যাক্তি সম্পদ জমা করে কিন্তু তার যাকাত আদায় করে না তার কথা বলা হয়েছে।[৪৯]

প্রশ্ন: যাকাত আদায় করলে আমাদের লাভ কি?

উত্তর: যাকাতের বিনিময়ে আল্লাহ সুব: নিম্নোক্ত পুরুষ্কারসমূহ দান করবেন।

যাকাতদাতার জান-মালের পরিশুদ্ধি হয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: ঘোষণা দিচ্ছেন:

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة : ১০৩]

অর্থ: " তাদের সম্পদ থেকে 'সাদাকা' নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি **পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে**। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৫০]

যাকাতদাতার মাল বৃদ্ধি পায়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা দিয়েছেন:

{ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ২৬১]

অর্থ: " যারা আলাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আলাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আলাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৫১]

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন:

{وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

[البقرة: ২৬৫]

অর্থ: " আর যারা আলাহর সন্তুষ্টি লাভ ও নিজদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে,

[৪৯] সহীহ বুখারী ১৪০৪।
[৫০] সুরা তাওবা ১০৩।
[৫১] সুরা বাকারা ২৬১।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। আর আল্লাহ তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।"[৫২]

এখানে প্রবল বৃষ্টিপাত বলতে এমন দান-খয়রাতকে বুঝানো হয়েছে যার পেছনে থাকে চরম কল্যাণাকাংখা ও পূর্ণ সদিচ্ছা। আর হালকা বৃষ্টিপাত বলতে কল্যাণাকাংখার তীব্রতা বিহীন দান-খয়রাতকে বুঝাানো হয়েছে।

রাসূল সা: হাদীসে ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْـرَةٍ مِـنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّه إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِه ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِه كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (صحيح البخاري)

অর্থ: " আবু হুরাইরা রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পবিত্র (হালাল) উপর্জন থেকে একটি খেজুর পরিমান দান করল আর আল্লাহর কাছে পবিত্র জিনিষই গৃহীত হয়, আল্লাহ সুব: ঐ দানকে নিজ ডান হস্তে কবুল করেন। অত:পর উহাকে দানকারীর জন্য লালন-পালন করতে থাকেন যেরকমভাবে তোমরা একেক জন তার বকরীর বাচ্চাকে লালন-পালন কর অত:পর উহা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। (মুসলিমের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে তা পাহাড়ের চেয়েও বেশী হয়) [৫৩]

আল্লাহ সুব: কে ঋণ দেওয়া হয় যা বহুগুনে বৃদ্ধি করে পরিশোধ করা হবে

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} [التغـابن: ١٧]

অর্থ: " যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি **তা তোমাদের জন্য দ্বিগুন করে দিবেন** এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল।"

এ আয়াতে দ্বিগুন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে বহুগুনে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। মূলত: এগুলো নির্ভর করে দাতার এখলাস, আন্তরিকতা ইত্যাদির উপর। যার এখলাস বেশী আল্লাহ সুব: তাকে বহু বহুগুনে বৃদ্ধি করে দিবেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

[৫২] সুরা বাকারা ২৬৫।
[৫৩] সহীহ বুখারী ৭৪২৯; সহীহ মুসলিম ২৩৯০।

{ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْـسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: ٢٤٥]

অর্থ: "কে আছে, যে আলাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে **তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন?** আর আলাহ সুব: (তোমাদের সম্পদ) সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।"

প্রশ্ন: আল্লাহ সুব: কে ঋণ দেয়ার অর্থ কি?

উত্তর: আল্লাহ সুব: কে ঋণ দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদেরকে সাহায্য করা। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُـولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى. قَالَ يَـا رَبِّ كَيْـفَ أَعُـودُكَ وَأَنْـتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّـكَ لَـوْ عُدْتَـهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْـتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِى. قَالَ يَـا رَبِّ كَيْـفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَـوْ سَـقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى(صحيح مسلم للنيسابوري)

অর্থ: "আবূ হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা: বলেছেন- আল্লাহ সুব: কিয়ামতের দিন বললেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমার পরিচর্যা কর নাই। বান্দা বলবে, হে আমার বর! আমি কিভাবে তোমার পরিচর্য়া করবো তুমিতো সমস্ত জগৎসমূহের প্রতিপালক? আল্লাহ তায়াল বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? অথচ তুমি তার পরিচর্যা কর নাই। যদি তুমি তার পরিচর্যা করতে তাহলে সেখানে আমাকে পেতে। আল্লাহ সুব: আবার বলবেন, হে বনি আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম অথচ তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে তোমাকে খাবার খাওয়াব তুমিতো জগতসমূহের রব। আল্লাহ তায়ালা বলবেন আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল। যদি তুমি তাকে খাবার দিতে তাহলে সেখানে আমাকে পেতে। আল্লাহ সুব: (তৃতীয়বার) বলবেন, হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি কিভাবে আপনাকে পানি দিব আপনিতো জগতসমূহের রব। আল্লাহ তায়ালা বলবেন আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি তাকে পানি দিতে তাহলে সেখানে আমাকে পেতে।"[৫৪]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সুব: কে ঋণ দেয়ার অর্থ আল্লাহ বান্দাদেরকে সাহায্য করা নতুবা আল্লাহর কোন ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা আল্লাহ সুব: পবিত্র কুরআনে ঘোষনা দিয়েছেন:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} [فاطر: ১৫]

অর্থ: "হে মানবজাতী! তোমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে ফকির। আর শুধুমাত্র আল্লাহ সুব: ই ধনী এবং প্রসংশীত।[৫৫]

দারিদ্র বিমোচন হয়

দারিদ্র বিমোচনে ইসলামে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। পৃথীবির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য আল্লাহ সুব: মানব জাতীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক: ধনী শ্রেণী। দুই: গরীব শ্রেণী। এর কতগুলো বিশেষ কারণ রয়েছে। নতুবা আল্লাহ সুব: ইচ্ছে করলে গোটা মানবজাতিকে এক স্তরে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ সুব: তা করেন নাই। এরকারণ আল্লাহ সুব: নিজেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করছেন:

{ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا [الزخرف: ৩২]

অর্থ: " আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।"[৫৬]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সৃষ্টিগত। যাতে ধনীরা গরীবদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারে। নতুবা সকলেই যদি ধনী হতো তাহলে মেথর, সুইপাড়, কুলি, মজদুর কোথায় পাওয়া যেত? তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ সুব: মানুষদেরকে পরিক্ষাও করছেন যে আল্লাহ সুব: যাদের

[৫৪] সহীহ মুসলিম ৬৭২১।
[৫৫] সুরা ফাতের ১৫।
[৫৬] সুরা যুখরুফ ৩২।

নেয়ামত দান করেছেন তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে কিনা? পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [الأنعام: ১৬৫]

অর্থ: " আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন।"[৫৭]

বুঝা গেল আল্লাহ সুব: ধনী-দরিদ্রের এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন কারণে। কিন্তু এই গরীবদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে বিভিন্ন এনজিও, রাজনৈতিক দল নিজেদেরকে গরীবের বন্ধু প্রচার করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তণ করেছে ঠিকই। কিন্তু গরীবদের কোন উপকারে আসে নাই। কিন্তু ইসলাম গরীবদের জন্য যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার ঘোষনা দিয়ে স্থায়ীভাবে ধনীদের মালের মধ্যে নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি সুপরিকল্পিতভাবে এই যাকাত আদায় করা হতো এবং বণ্টন করা হতো তাহলে পৃথিবীতে ধনী-দরিদ্যের এই বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হতো না।

যাকাতদাতার ইহকাল ও পরকালের ভয়ভীতি দুর হয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: বলেন:

{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ২৬২]

অর্থ: " যারা আলাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তিত হবে না।"

যাকাতদাতাকে আল্লাহ সুব: জান্নাত দান করবেন।

পবিত্র কুরআনে যাকাত প্রদান করা জান্নাতবাসীদের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

[৫৭] সুরা আনআ'ম ১৬৫।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } [الذاريات: ١٥ – ١٩]

অর্থ: নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, তাদের রব তাদের যা দিবেন তা তারা খুশীতে গ্রহণকারী হবে। **ইতিপূর্বে এরাই ছিল সৎকর্মশীল**। রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো। আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত। **আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক**।[৫৮]

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে:

لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্টসমূহ বয়ান করতে গিয়ে যখন সালাতে কথা উল্লেখ করলেন তখন তার সাথে সাথেই যাকাতের কথাও উল্লেখ করেছেন।

যাকাতদাতা আল্লাহর রহমতের হকদার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: ইরশাদ করেছেন:

{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٧١]

অর্থ: " আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৫৯]

প্রশ্ন: ইসলামী শরিয়তে যাকাতের গুরুত্ব ও অবস্থান কি?

উত্তর: যাকাত ইসলামের পঞ্চবেনার একটি। ঈমান এবং সালাতের পরই যাকাতের স্থান। কুরআনে বহু জায়গায় সালাত এবং যাকাতকে একত্রে উল্লেখ

[৫৮] সুরা যারিয়াত ১৫-১৯।
[৫৯] সুরা তাওবা ৭১।

করা হয়েছে। মানুষেরা মুখে মুখে বলে নামায, রোজা কিন্তু কুরআন হাদীসে নামাযের সাথে রোজাকে মিলানো হয় নাই বরং বলা হয়েছে সালাত-যাকাত। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য রয়েছে। তা হল: সালাতে যখন আমীর-ফকীর, ধনি-দরিদ্র একত্রে দাড়াবে তখন ধনিরা গরীবের অবস্থা পর্যবেক্ষন করবে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ হবে। একারণেই ইসলামের সালাত এবং যাকাতের গুরুত্ব মানুষের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একারণেই কুরাআন-হাদীসে সালাতের পরই যাকাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ (بخاري ومسلم)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর একাত্বতা ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা।"[৬০]

যাকাতের এই গুরুত্বের কারণেই আল্লাহর রাসুল (সা:) সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে যাকাতের জন্য বিশেষভাবে বাইয়াত নিতেন। জারির (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীস:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (صحيح البخاري)

অর্থ: "জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল সা. এর নিকট সালাত কায়েম, যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যামকামী হওয়ার ব্যাপারে বাইআত দিলাম।"[৬১]

যাকাত অস্বিকারকারীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ

যারা যাকাত আদায় করতে অস্বিকার করবে তাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর রাসূল সা: কে আল্লাহ সুব: পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার নির্দেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

[৬০] সহীহ মুসলিম ১৯ নং হাদীস; সহহি বুখারী ৮ নং হাদীস; সুনানে তিরমিজি ২৬০৯ নং হাদীস।
[৬১] সহীহ বুখারী ১৪০৮।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } [التوبة: ١١]

অর্থ: " অতএব যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং **যাকাত প্রদান করে**, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই।"[৬২]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যাকাত আদায় না করলে তারা আমাদের মুসলিম ভাই হতে পারে না। এ কারণেই হাদীসে কাফেরদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করা বন্ধ করার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে তার মধ্যে যাকাত অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (صحيح البخاري)

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও **যাকাত প্রদান করে**। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে (যেমান: কিসাস, রজম ইত্যাদি), তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত।[৬৩]

প্রশ্ন: যাকাত কি কোন অনুকম্পা বা অনুগ্রহ না অধিকার?

উত্তর: না! যাকাত কোন অনুকম্পা নয়। বরং এটা ধনিদের মালের মধ্যে আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত গরীবের অধিকার। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } [الذاريات: ١٩]

অর্থ: আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।[৬৪]

মূলত: ইসলামের শুরুর দিকে গরীবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করার এটিও একটি কারণ। কেননা তৎকালীন জাহেলী যুগে গরীবরা ধনীদের থেকে সুদে

[৬২] সুরা তাওবা ১১।
[৬৩] সহীহ বুখারী ২৪।
[৬৪] সুরা যারিয়াত ১৯।

টাকা নিয়ে সে টাকা আদায় করতে না পেরে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদের বোঝা তাদের মাথায় এমনভাবে চেপে বসেছিল যার থেকে মুক্তির কোন রাস্তা খোলা ছিল না। কারণ গরীবরা সুদে টাকা নিয়ে ব্যবসা-বানিজ্য, খেত-খামার করত। হালের বলদ কিনে কৃষি কাজ করতো।কোন বিপদ-আপাদ বা দুর্যোগের করণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে বা হালের বলদ মারা গেলে ধনীদের কোন ক্ষতি হতো না তারা তাদের পাওনা আদায়ের জন্য গরীবের ভিটে-মাটি, জমি-জমা, স্ত্রীর গহনা ইত্যাদি জোড়পূর্বক নিয়ে নিত। তা না পারলে গরীব লোকটিকে কৃতদাস বনিয়ে ফেলত। যেমন বর্তমানে এনজিওরা গরীবদেরকে সুদে টাকা দেয়। গরীবরা সে টাকা আদায় করতে না পারলে সেই বর্বর যুগের মতো গরীবদের জায়গা-জমি, ভিটে-মাটি, স্ত্রীর গহনা ইত্যাদি দ্বারা তাদের পাওনা আদায় করে নেয়। তা না পারলে জেলে ঢুকায়। অথবা হত্যা করে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। এভাবে ধনীরা আরও ধনী হতে লাগল আর গরীবরা ফতুর (নিঃসহ) হতে লাগল। একটি কৌতুক মনে পড়ল: এক গরীব বেচারা শুনেছিল 'টাকায় টাকা টানে'। এজন্য সে ব্যাংকে গিয়ে ক্যাশে লক্ষ-কোটি টাকা দেখে নিজের পকেটের দশটি টাকা ঐ কোটি টাকার ভিতরে ছুড়ে মারে। এরপরে অপেক্ষা করতে থাকে যে ঐ দশ টাকায় কিছু টাকা টেনে আনে কিনা। কিন্তু এরই মধ্যে পুলিশ এসে তার কলার চেপে ধরে বলল: 'ব্যাটা তুই কি ডাকাত না ছিনতাইকারী'? লোকটি বলল, না! আমি কোনটিই না। পুলিশ বললো তাহলে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এখানে দাড়িয়ে কি দেখছিস? লোকটি বলল, আমি শুনেছিলাম 'টাকায় টাকা টানে' তাই আমার পকেটের দশ টাকার নোটটি ঐযে ক্যাশে লক্ষ-কোটি টাকা রয়েছে ওখানে ছুড়ে মারলাম। দেখি আমার ঐ দশটাকার নোট ওখান থেকে কিছু টাকা টেনে আনে কিনা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কোন টাকাতো আনলই না বরং সে নিজেও ফিরে আসল না। এবারে পুলিশ হেসে বলল, তুমি ঠিকই শুনেছ যে, টাকায় টাকা টানে। তবে তা অল্প টাকায় বেশী টাকা নয় বরং বেশী টাকায় অল্প টাকাকে টেনে আনে। ঐযে ক্যাশের লক্ষ-কোটি টাকা তোমার দশ টাকাকে এমনভাবে টেনে ধরেছে যে, ওখান থেকে বের হয়ে আসার আর কোন সুযোগ নেই। এভাবেই গরীবর সবকিছু হারিয়ে অসহায় জীবন যাপন করছিলো ঠিক সেই মূহুর্তে কুরআনের এই বাণী তাদের নতুন দীগন্তের দ্বার উম্মোচন করে। গরীবরা যখন জানতে পারল যে ধনীদের সম্পদে তাদের অধিকার রয়েছে তখন তারা তা উদ্ধার করার জন্য দলে দলে ইসলামের

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হতে শুরু করে। যার ফলে সত্যিই তারা একদিন তাদের অধিকার ফিরে পায়। শেষ পর্যন্ত যাকাত গ্রহণ করার মত লোক খুজে পাওয়া যেত না। ওমর বিন আবদুল আজিজ র: এর খিলাফতকালে গোটা মদিনায় যাকাত গ্রহণ করার মতো কোন লোক খুজে পাওয়া যেত না। এটাই হচ্ছে যাকাত আর সুদের মধ্যে পার্থক্য। যাকাত মানে হচ্ছে ধনীদের থেকে নাও গরীবদেরকে দাও। আর সুদে ঋণ দেয়া মানে হচ্ছে গরীবদের থেকে নাও আর ধনীদেরকে দাও। যার বাস্তব প্রমান এদেশের এন,জি,ও কর্তৃক ঋণগ্রস্থ গরীব জনগোষ্ঠি। এজন্যই ইসলামে সুদকে চিরস্থায়ীভাবে হারাম করা হয়েছে এবং যাকাতকে ফরজ করা হয়েছে।

যাকাত আদায়ের আদাবসমূহ

প্রশ্ন: যাকাত আদায়ের সময় কোন কোন বিয়য়ে লক্ষ্য রাখা উচিত?

উত্তর: যাকাত আদায়ের সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত।

ক) এখলাস অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং রিয়ামুক্ত অন্তরের যাকাত প্রদান করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

{ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ }

[البقرة: ٢٧٢]

অর্থ: " আর তোমরা তো আলাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোন উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না।"[৬৫]

সকল ইবাদত কবুল হওয়ার জন্যই দু'টি শর্ত রয়েছে। এক: এখলাসুন নিয়্যত। দুই: ইত্তিবাউস্সুন্নাহ। প্রথম শর্ত পূরণ না হলে সেটি হবে শিরকযুক্ত ইবাদত। আর দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ না হলে সেটি হবে বিদআ'ত। শিরক এবং বিদআ'তযুক্ত ইবাদত আল্লাহ সুব: এর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। একারণেই আল্লাহ সুব: এখলাসের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [البينة/٥]

[৬৫] সুরা বাকারা ২৭২।

অর্থ: "আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত' করে তাঁরই জন্য দীনকে খালিস করে।"[৬৬]

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেকোন ইবাদতে শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব:) এর নৈকট্য লাভের খালেস নিয়্যাত করতে হবে।

নিয়্যাত খাঁটি না হলে শিরক হয়। নিয়্যাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) পবিত্র হাদীসে ইরশাদ করেন:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

(رواه البخاري و مسلم)

অর্থ: "ওমর ইবনে খাত্তার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।"[৬৭]

এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা:) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, নিয়্যাত ছাড়া কোন আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর যাকাতও গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। তাই যাকাতও আদায় করার সময় খাঁটি নিয়্যাত করা জরুরী। কারণ **শিরকযুক্ত ইবাদত** আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অপরদিকে যত ইখলাসের সঙ্গেই ইবাদত করা হোক না কেন যদি 'ইত্তিবায়ে সুন্নাত' বা রাসূল (সা:) এর তরিকা অনুসরণ করা না হয় তাহলে সেটি হবে 'বিদআত'। ইবাদতের নামে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন-সুন্নাহর দলীল প্রমাণ ছাড়া নবআবিস্কৃত কোন **বিদ'আতযুক্ত ইবাদত** আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন: ঈদের দিনে সাওম রাখা, হায়েজ-নেফাস অবস্থায় সাওম রাখা এমনিভাবে যোহর, আছর ও এশার সালাতের মত মাগরীবের সালাতেও ফরজ চার রাকাআ'ত আদায় করা এগুলো যত এখলাসের সাথে সওয়াবের উদ্দেশ্যেই হোক না কেন তা আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তেমনিভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ-মাহফিল, মানুষ মারা যাওয়ার পরে তিনদিনা খতম, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী, দূরুদে নারীয়া, দূরুদে হাজারী, খতমে খাজেগান, মৃত্যু ব্যক্তির ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খতমে কুরআন-দোয়া, অজিফা ইত্যাদি পাঠ করা।

সুদখোর, ঘুষখোর, মদখোর ও জুয়াচোরদের দ্বারা তিনশ তের বদরী সাহাবীদের নামে কমিটি গঠন করে বাৎসরিক চাঁদা আদায় করা, বোখারী শরীফের খতম

[৬৬] সুরা বাইয়িনা ৫ নং আয়াত।

[৬৭] সহীহ মুসলিম ৫০৩৬; সহীহ বুখারী ১ নং হাদীস।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

পড়া, ফরজ সালাতের পরে নিয়মিতভাবে দু'হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত করা, মাজার তৈরী করা, মাজারে ফুল দেয়া, আগরবাতি, মোমবাতি দেওয়া, বিভিন্ন পীরদের নামে তরীকা তৈরী করা, সেই তরীকার জন্য স্বতন্ত্র জিকির ও অজিফা তৈরী করা ইত্যাদি কাজগুলো যত এখলাসের সঙ্গেই করা হোক না কেন যেহেতু এগুলো কুরআনে নাই, হাদীসে নাই, রাসূলুল্লাহ সা: করেন নাই, কোন সাহাবী করেন নাই, তাবেয়ীন করেন নাই, কোন মুজতাহিদ ইমাম করেন নাই, কোন মুহাদ্দিসীন করেন নাই তাই এগুলো নিঃসন্দেহে বিদআ'ত।

খ) যাকাত আদায় করে খোঁটা না দেওয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: ٢٦٤]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, **তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না**। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আলাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আলাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না।"[৬৮]

{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٢٢]

অর্থ: " আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان: ٨، ٩]

[৬৮] সুরা বাকারা ২৬৪।

অর্থ: "তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা বলে,'আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না।

গ) পবিত্র এবং উত্তম জিনিষের মাধ্যমে যাকাত আদায় করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: ٢٦٧]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।[৬৯]

এই আয়াতে উত্তম এবং পবিত্র মাল দ্বারা যাকাত আদায় করতে বলা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে আরও একধাপ এগিয়ে প্রিয় মালকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [آل عمران: ٩٢]

অর্থ: "তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আলাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"[৭০]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু তালহা রা: তার সবচেয়ে প্রিয় বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عن أَنَسَ بْنَ مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي

[৬৯] সুরা বাকারা ২৬৭।

[৭০] সুরা আল ইমরান ৯২।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আনাস ইবনে মালেক রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু তালহা রা: ছিলেন মদীনায় আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ ছিল 'বাইরুহা' নামক একটি বাগান। বাগানটি মসজিদের সামনেই ছিল। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা: মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন এবং তার উত্তম পানি পান করতেন। যখন এই আয়াত নাজিল হলো, "তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস।" তখন আবূ তালহা রা: আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা: এর নিকটে গেল এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সুব: তার কিতাবে বলেছেন, "তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস।" আমার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো এই 'বাইরুহা' নামক বাগানটি। আমি এখন এটা আল্লাহর রাস্তায় সাদাকাহ করে দিলাম। আমি আল্লাহর কাছে এর উত্তম বিনিময় চাই। আপনি এটা যেখানে ইচ্ছা খরচ করুন। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, ওহ! এটাতো খুব সুন্দর মাল! এটা তো খুবই সুন্দর মাল। এর ব্যাপারে তুমি যা বলেছ আমি শুনেছি। আমি চাই এটা তুমি তোমার আত্মিয়স্বজনের মাঝে বন্টন করে দাও। আবূ তালহা রা: বললেন, আমি এমনটাই করবো আল্লাহর রাসূল! এরপর সে আবু তালহা রা: বাগানটি তার আত্মিয়স্বজন এবং তার চাচাতো ভাইয়ের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।[৭১]

আমাদেরও এই হাদীস অনুযায়ী প্রিয় মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা উচিত। অনেককে দেখা যায় যে, তারা তাদের ছিড়া-ফাড়া নোটটি দান করার জন্য রেখে দেয় এটা কোনভাবেই কাম্য নয়।

ঘ) গোপনে দান করা

{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: ٢٧١]

অর্থ: "তোমরা যদি সাদাকা প্রকাশে কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আলাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"[৭২]

[৭১] সহীহ বুখারী ২৩১৮; সহীহ মুসলিম ২৩৬২

[৭২] সুরা বাকারা ২৭১।

ঙ)নির্বোধ ও অজ্ঞলোকদের বেশী না দেয়া

{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: ٥]

অর্থ: " আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল।"

যাকাতুল ফিতর

যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) সম্পর্কে বিধান

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর বা সাদাকাতুল ফিতর কাকে বলে?

উত্তর: রমযান মাস শেষ হওয়ার পর ঈদুল ফিতরের দিন অর্থাৎ শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে প্রত্যেক মুসলমান স্বেচ্ছাকৃতভাবে গরীবদের মধ্যে যে খাদ্য বন্টন করে থাকে, ফিকাহবিদ ও মুহাদ্দিসগণ তাকে 'যাকাতুল ফিতর' নামে নামকরণ করেছেন। একে 'সাদকাতু ফিতর' ও বলা হয়।

হাদীস এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে সাওম (রোজা) ফরয করা হয় এবং একই বছর রাসূলুল্লাহ সা. যাকাতুল ফিতরের আদেশ জারি করেছিলেন। তিনি ফিতরার পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. সাদাকায়ে ফিতর হিসাবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রতিটি স্বাধীন এবং পরাধীন (গোলাম) মুসলমানের উপর ফরয করে দিয়েছেন। হাদীস:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) (রমজান মাসে) প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় সকলের উপর এক 'সা' খেজুর বা এক 'সা' যব সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন।"[৭৩]

খেজুর এবং যব ছাড়া অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে দেয়া যায়। । হাদীস:

[৭৩] সহীহ বুখারি ১০৫৩; সহীহ মুসলিম ২৩২৬; ।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফেতরার যাকাত এক 'সা' খাদ্য অথবা এক 'সা' ভুট্টা অথবা এক 'সা' খেজুর অথবা এক 'সা' পনির অথবা এক 'সা' কিসমিস দ্বারা আদায় করতাম।[৭৪]

ঈমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ইবনে হান্বল, আবুল আলীয়া, আতা, ইবনে সিরীন ও আল-বুখারীসহ অনেকের মতে 'যাকাতুল ফিতর' ফরয ইবাদত। আর ঈমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীদের মতে তা ওয়াজিব।

যাকাতুল ফিতরের প্রয়োজনিয়তা

যাকাতুল ফিতরের কারণ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) সাদাকাতুল ফিতরকে ফরজ করেছেন সায়েমকে (সিয়াম অবস্থার) অনর্থক কথা এবং অন্যায় কাজের গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যাবস্থা করার জন্য।[৭৫]

সাওমপালনকালীন সময় মানুষ খাদ্যগ্রহণ ও যৌনঅঙ্গের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মানুষ তার মানবীয় দুর্বলতার কারণে মুখ, কান, চক্ষু কিংবা হাত-পা দ্বারা শরিয়ত নিষিদ্ধ কথা বা কাজ দ্বারা কলুষিত হতে পারে, তাই রমযান মাসে সাওমপালনকারী ব্যক্তির বাজে কথাবার্তা ও বাজে কাজ থেকে তার আত্মার পবিত্রকরণের জন্যই রামাজান মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফিতরা ধার্য করা হয়েছে।

একই সাথে যাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে সমাজের গরীব-মিসকিনদের জন্য ঈদের দিনে খাদ্যের ব্যবস্থা করা, যেন অভাবের লাঞ্ছনা নিয়ে তাদেরকে ঈদের দিনে ভিক্ষা করতে না হয়। ঈদের আনন্দ ধনী-গরীব সকলের মাঝে বিস্তার লাভ করা এবং সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক ভালাবাসা, সমপ্রীতি ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধির লক্ষ্যে যাকাতুল ফিতর একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা।

[৭৪] সহীহ বুখারি ১৫০৬; সহীহ মুসলিম ২৩৩০।
[৭৫] সুনানে আবু দাউদ ১৬১১।

ফিতরা ধার্য করার লক্ষ্য একদিকে পবিত্রকরণ করা, অন্যদিকে গরীব-মিসকিনদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা ও তাদের স্বচ্ছল করার একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

রাসূল সা. ফিতরের যাকাত বাবদ এক সা' খাদ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক সা'তে যে পরিমাণ খাদ্য হয়, তা একজন গরীবের ঘরের সদস্যদের জন্য যথেষ্ট এবং ঈদের দিনে পরিতৃপ্তির সাথে খেতে সক্ষম। অন্যদিকে ফিতরদাতাদের পক্ষেও এ পরিমাণ খাদ্য দান করা কষ্টকর হয় না।

যাকাতুল ফিতর ব্যক্তির উপর ধার্য হয়, আর অন্যান্য যাকাত বা সাদাকাহ ধার্য হয় সম্পদের উপর।

যাকাতুল ফিতর এর পরিমাণ

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ কি?

উত্তর: যাকাতুল ফিতরের পরিমাণের ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

১) 'এক সা' : অধিকাংশ আলিমদের মতে যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ 'এক সা'। আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রা: থেকে বর্ণিত হাদীস:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) (রমজান মাসে) প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় সকলের উপর এক 'সা' খেজুর বা এক 'সা' যব সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন।"[৭৬] "আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস:

عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফেতরার যাকাত এক 'সা' খাদ্য অথবা এক 'সা' ভুট্টা অথবা এক 'সা' খেজুর অথবা এক 'সা' পনির অথবা এক 'সা' কিসমিস দ্বারা আদায় করতাম।[৭৭]

[৭৬] সহীহ বুখারি ১০৫৩; সহীহ মুসলিম ২৩২৬;।
[৭৭] সহীহ বুখারি ১৫০৬; সহীহ মুসলিম ২৩৩০।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

২) অর্ধ 'সা' গম : ঈমাম আবু হানীফা রহ. মতে অর্ধ 'সা' পরিমাণ গম দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করা জায়িজ। ইবনে ওমর রা: থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীস:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা:) প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর-ই- রামাজান হিসাবে এক 'সা' খেজুর বা এক এক 'সা' যব আদায় করা ফরজ করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ 'সা' গমকে এক 'সা' খেজুরের সমমান দিতে লাগল। (রাবি নাফি' বলেন) ইবনে ওমর (রা:) খেজুর (সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনে ওমর (রা:) প্রাপ্ত বয়স্কও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদাকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু'দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন।" [৭৮]

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আটা বা গমের পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করাও জায়েয হবে।

'সা' এর পরিমাণ

প্রশ্ন: 'সা' এর পরিমান কি?

উত্তর: 'সা' হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে মদীনায় প্রচলিত খাদ্যশস্য পরিমাপের নির্দিষ্ট পাত্র বা ভান্ডের মাপ। 'সা' এর মাপ আয়তনিক, ওজনের মাপ নহে। সেইযুগে বিশ্বের সব অঞ্চলেই পাত্রের বা কৌটার মাপে খাদ্যশস্য লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ছিল। এমনকি বর্তমান যুগেও পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে পাত্র বা কৌটার মাপে খাদ্যশস্য লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন

[৭৮] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

আছে। আর পাত্রের আকারও একেক অঞ্চলে একেক ধরণের। তাছাড়া তরলজাতীয় জিনিষের পরিমাপ পৃথিবীর সর্বত্রই পাত্রের (আয়তনিক) মাপে করা হয়ে থাকে। তৎকালীন মদীনাবাসীরা ছিল কৃষিজীবী, তাদের কাছে পাত্রের মাপে লেন-দেনের ব্যবহার অধিক ছিল। আর মক্কাবাসীরা ছিল ব্যবসায়ী, দাঁড়িপাল্লায় ওজনের মাপে তারা অধিক নির্ভরশীল ছিল। তৎকালীন মদীনায় (হিজায অঞ্চলে) প্রচলিত আকারের এক 'সা' সমপরিমাণ বর্তমান কালের মেট্রিক পদ্ধতির ওজন নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আলেমদের মাঝে সামান্য মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেউ কেউ 'দুই কিলো পাঁচশত বিশ গ্রাম' (2.520) চাল অথবা দুই কিলো একশত ছিয়াত্তর গ্রাম (2.176) গম সাব্যস্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ দুইকিলো চল্লিশ গ্রাম বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য বা শস্যদানার ঘনত্ব ও হালকা বা ভারী ধরনের হওয়ার কারণে একই পাত্রের মাপে বিভিন্ন খাদ্য ও শস্যদানার ওজনে এর কিছুটা কম-বেশী হতে পারে। **একারণে সর্তকতার জন্য যে অঞ্চলের লোকদের প্রধান খাদ্য যেটা ঐ অঞ্চলের লোকেরা ঐ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য পূর্ণ আড়াই কিলো হিসাবে আদায় করবে। তাহলে সব রকম মতবাদের উর্দ্ধে উঠে নিশ্চিতভাবে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় হয়ে যাবে।**

তৎকালীন আরব অঞ্চলগুলিতে আরেকটি পদ্ধতিতে 'সা' এর পরিমাপ হিসাব করার প্রচলন জানা যায়, তা হল 'মুদ'। মুদের পাত্র আকারে ছোট, ৪ (চার) মুদ এর পরিমাণ এক 'সা'র সমান। মুদ পরিমাপ করার আরেকটি পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তা হচ্ছে মধ্যম আকারের একজন বক্তির দুই হাতের ভরা কোষ পরিমাণ খাদ্যশস্য এক মুদ বলে গণ্য করা হত। যাদের কাছে পরিমাপের পাত্র অথবা ওজন করার দাড়িপাল্লা ছিল না, তারা এরূপ চার কোষ (মুদ) এর পরিমাণ এক 'সা'র সমান হিসাব করতেন।

আরব অঞ্চলের ওজনের মাপে মদীনার এক 'সা' সমান পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল। এক রতল সমান বর্তমান কালের মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে 408 গ্রাম। সে হিসাবে পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ (5-1/3) রতল সমান 2176 গ্রাম গম।

রাসুলুল্লাহ(সা.) সাদাকাতুল ফিতরের খাদ্য এক সা' পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যা একটি পাত্রের মাপ। এই মাপটি স্থায়ী, এর কোন পরিবর্তণ নাই। সর্বকালে, বিশ্বের সকল অঞ্চলে এই মাপটি সমান।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

'সা' এর ওজনের পরিমাপে হিজাযী ও ইরাকী ফিকাহবিদদের মতপার্থক্য

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মদীনায় প্রচলিত একটিমাত্র পরিমাপ ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং সেটিকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। বিশ্বের সকল মুসলমান মদীনায় প্রচলিত সা' এর পরিমাপ অনুসরণ করে যাকাতুল ফিতর প্রদান করবেন, এটা নবীজীর নির্দেশ, এতে সকলে সম্পূর্ণ একমত থাকবেন।

ইরাকের অধিবাসী ইমাম আবু হানিফা র. ও তাঁর সমর্থকরা এক 'সা'কে ওজনের মাপে আট (৪) বাগদাদী রতল সমান হিসাব করেন। অথাৎ ইরাকীদের হিসাবে এক 'সা' ওজনে মদীনায় প্রচলিত 'সা' এর চেয়ে ওজনে প্রায় দেড়গুণ। ইরাকী ফিকাহবিদরা বলেন, আমাদের পরিমাপটি হযরত ওমর রা. ব্যবহৃত 'সা' এর মত, তা ৪(আট) রতল। তাঁরা আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আট রতল পানি দিয়ে গোসল করতেন ও দুই রতল পানি দিয়ে ওজু করতেন অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) এক 'সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন ও এক মুদ পানি দিয়ে ওজু করতেন। তাদের মতে এক 'সা' সমান আট রতল এবং এক মুদ সমান দুই রতল।

ঈমাম মালিক, শাফেঈ, আহমদ ও অন্যান্য হিজাযবাসীরা মদীনার এক 'সা' সমান পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল হিসাব করেন। হিজাযীদের দলিল হল মদীনায় প্রচলিত 'সা' পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল এবং তা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময় থেকেই বংশানুক্রমে চালু হয়ে এসেছে। আর সুন্নাহ অনুযায়ী মাদানী সা' এর পাত্রের পরিমাপ অনুসরণ করতে হবে। ইবনে হাজম বলেন, এ সা'র বিষয়টি মদীনার ছোট-বড় সকলেরই জানা। এ ব্যাপারে সঠিক কথা জানার জন্য বাগদাদের আব্বাসীয় আমলে প্রধান বিচারপতি ঈমাম আবূ ইউসুফ মদীনায় গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানকার আনসার ও মুহাজিরদের প্রায় 50 জন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সা' পাত্রগুলি দেখেন। মদীনাবাসী ব্যক্তিবর্গ তাঁকে বলেন, এরূপ সা' রাসূলুল্লাহ সা. সময় থেকেই বংশানুক্রমে প্রচলিত হয়ে এসেছে। আবূ ইউসুফ সেগুলো ওজনে পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল বলে মনে করেন। ফকীহ মুজতাহিদ ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন 'আমি সা' এর ব্যাপারে আবু হানিফার কথা ত্যাগ করলাম ও মদীনাবাসীদের কথা গ্রহণ করলাম'। ইমাম মালিক ইবনে আনাসও বলেছেন, একই ধরণের সা' রাসূল (সা.) ব্যবহার করেছেন। ইমাম মালিক নিজেই খলীফা হারুন আল-রশীদের সম্মুখে এক সা' শস্যদানা ওজন করে দেখিয়েছেন। হিজরী তৃতীয় শতকে ঈমাম আহমদ ইবনে

হাম্বল বলেছেন 'আমি এক সা গম ওজন করেছি, তা পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণের হয়'। আল-রয়ীস বলেন, 'সত্যি কথা এই যে, অকাট্য দলীল-প্রমাণ পাওয়ার পর এ পরিমাণটির ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকাই উচিত নয়'। আল-রয়ীস আরও বলেন, ঈমাম মালিকের চাইতে মদীনার সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আর কে বেশী জানেন ? ঈমাম আবূ ইউসুফের সাক্ষ্যর চাইতে বড় সাক্ষ্য আর কার হতে পারে ?

মদীনার সমাজে প্রচলিত সা', বাস্তব পরীক্ষণের মাধ্যমে এর ওজনের পরিমাপ নির্ণয় এবং মুজতাহিদ ফকীহদের সাক্ষ্য ও মতানুযায়ী এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে হিজাযী ফিকাহবিদদের মতটিই সহীহ, মদীনায় প্রচলিত এক সা' সমান পাঁচ ও এক-তৃতীয়াংশ (5-1/3) রতল। যা বর্তমান কালের মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে 2.176 কিলোগ্রাম গমের সমান।

নিস্‌ফে সা' গম এর প্রচলন

'নিস্‌ফ' আরবী শব্দ, এর অর্থ অর্ধেক। দুই মুদ বা অর্ধ সা' পরিমাণকে 'নিসফে সা' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সা. ফিতরার পরিমাণ এক সা' খাদ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সাধারণ খাদ্য হিসাবে গমের ব্যবহার তখন কম ছিল। সাহাবাদের (রা) শাসন আমলে গমের আমদানী ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। গমের মূল্য বেশী ছিল বিধায় দুই মুদ বা অর্ধ সা' পরিমাণ গম ফিতরাবাবদ প্রদান করার প্রচলন হয়। "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার(রা.) হতে বর্ণিত,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা:) প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, আযাদ ও গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিতর-ই- রামাজান হিসাবে এক 'সা' খেজুর বা এক এক 'সা' যব আদায় করা ফরজ করেছেন। তারপর লোকেরা অর্ধ 'সা' গমকে এক 'সা' খেজুরের সমমান দিতে লাগল। (রাবি নাফি'

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

বলেন) ইবনে ওমর (রা:) খেজুর (সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে) দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনে ওমর (রা:) প্রাপ্ত বয়স্কও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদাকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু'দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন।" [৭৯]

নিম্নের হাদিসটির বর্ণনা খুবই স্পষ্ট। হাদীস:

عَنْ أَبِى سَعِيد الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِـطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَـا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِه النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّى أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ (صحيح مسلم)

অর্থ: "আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পনীর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করতাম। এভাবেই আমরা তা প্রদান করতে থাকি। পরে মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রা. হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে যখন আমাদের নিকট আসলেন, তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে উপস্থিত লোকদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দু' মুদ গম মদীনার এক সা' খেজুরের সাথে বিণিময় হয়। লোকেরা তা গ্রহন করে নিলেন। আবু সায়ীদ খুদরী রা. বলেন আমি তো যতদিন জীবিত থাকব ঐ ভাবেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করব, যে ভাবে আমি পূর্বে (এক সা') আদায় করে এসেছি।" [80]

[৭৯] সহীহ বুখারি ১৪২৩।
[৮০] সহীহ মুসলিম ২৩৩১।

এই হাদিসে সিরিয়ার শাসনকর্তা খলিফা মুয়াবিয়ার(রা.) বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়-

১) রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে যে সকল খাদ্য (যব, খেজুর, পনীর ও কিশমিশ ইত্যাদি) দিয়ে ফিতর প্রদান করা হত সেগুলোর মধ্যে গমের উল্লেখ স্পষ্টভাবে ছিল না এবং তিনি কখনও দুই মুদ বা অর্ধ সা' গম দিতে বলেননি, তাই তার উল্লেখ এখানে নাই। যদি কখনও রাসূলুল্লাহ সা. দুই মুদ বা অর্ধ সা' গম দিতে বলে থাকতেন তবে নিশ্চয়ই এখানে তা উল্লেখ করতেন। কারণ উক্ত মজলিসে খলিফা মুয়াবিয়ার রা. সাথে তাঁর সমর্থক অনেক সাহাবী রা. ও উপস্থিত ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ সা. এর সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। উক্ত মজলিসে অনেক লোক উপস্থিত থাকা সত্বেও যদি কোন সাহাবী অথবা কোন তাবীঈ'ন জানতেন যে মুয়াবিয়ার রা. সিদ্ধান- রাসুলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ তাহলে তিনি তা উল্লেখ করতেন। যাহোক ইজতিহাদের ভিত্তি ছিল এক সা' খেজুরের তৎকালীন বিণিময় মূল্যের সমপরিমাণ গম (অর্ধ সা') ফিতর বাবদ নির্ধারণ করা। ইজতিহাদ ও রায় শরীয়তসম্মত, কিনা এর পক্ষে অকাট্য দলিল না থাকলে তা অগ্রহণীয়।

২) মদীনার এক সা' খেজুরের সহিত সিরিয়ার উন্নত মানের দুই মুদ গম বিণিময় হত, তাই সেই সময়কার বাজার দর অনুযায়ী খেজুরের বিণিময় মূল্যের সমতার শর্তে রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশিত এক সা'র পরিবর্তে দুই মুদ বা অর্ধ সা' পরিমাণ গম সাদাকাতুল ফিতর বাবদ সিরিয়া অঞ্চলের জন্য নির্ধারণ করেন। এক সা' খেজুরের বিকল্প হিসাবে দুই মুদ বা অর্ধ সা' পরিমাণ গমের এই সিদ্ধান- নেয়ার পিছনে এক সা' খেজুরের বিণিময় মূল্যের সমপরিমাণ গম প্রদান করা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেছিলেন, কারণ সেই সময়ে গমের মূল্য খেজুরের মূল্যের চেয়ে বেশী ছিল। জনসাধারণ এক সা' গম দিলে বেশী মূল্যের কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে তাই খেজুর ও গমের বাজার দর যাচাই করে নিসফে সা' গম প্রদানের এই সিদ্ধান- নেন।

৩) আঞ্চলিক খাদ্যের প্রতি স্পষ্টতই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ সিরিয়া অঞ্চলের সাধারণ খাদ্য গম, জনসাধারণ যেন তাদের নিজেদের খাদ্য থেকে সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করতে পারে, এই প্রয়োজনে তাদের ফিতরের খাদ্য হিসাবে গম নির্বাচন করেছেন। উপরোক্ত হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) ফিতরা বাবদ গম নির্বাচনের বিরোধিতা করেননি, তিনি

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

বিরোধিতা করেছেন গমের পরিমাণের, দুই মুদ বা অর্ধ সা' পরিমাণের বিরোধিতা করেছেন।

এক সা' খেজুরের সাথে দুই মুদ গমের বিণিময়ের ঘটনা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পরে সংঘটিত হয়। ইবনে উমর(রা.) এই বর্ণনা থেকেও তা প্রমাণ করে- "আবদুল্লাহ ইবনে উমর(রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ(সা.) সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে লোকেরা দু'মুদ গমকে তার সমপরিমাণ হিসাবে ধরে নিয়েছে"। [৮১]

আবু সায়ীদ খুদরী (রা) আরও বলেছিলেন 'এটা মুয়াবিয়ার মূল্য নির্ধারণ- আমি গ্রহণও করি না, তদানুযায়ী আমলও করি না'(ফতহুল বারী, আল-মুস্তাদরাক)। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) ছাড়াও অনেক সাহাবায়ে কিরাম(রা.) মূল্যের হিসাবের বিরোধিতা করেছেন। হযরত আলীর (রা.) কথা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীস:

فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ – رضى الله عنه – رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

অর্থ: "হযরত আলী রা. যখন (বসরাতে সব জিনিষের সস্তা মূল্য দেখতে পান, তিনি তখন তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, তোমরা গম ও অন্যান্য খাদ্যের এক সা' পরিমাণই দাও"[৮২]

আলী রা. সহ অনেক সাহাবীগণ রা. গমের ক্ষেত্রেও এক সা' প্রদানের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। হাসান বসরী, জাবির বিন জায়দ, মালিক, শাফেঈ, আহমদ বিন হাম্বল এবং ইসহাকের মতে সাদাকাতুল ফিতর এক সা' দিতে হবে, সেটা গম বা অন্য যাই কিছু হউক না কেন।

রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে যে সকল খাদ্য (যব, খেজুর, পনীর ও কিশমিশ ইত্যাদি) দিয়ে ফিতর প্রদান করা হত, বর্তমানকালে সেগুলোর মধ্যে মূল্যের পার্থক্য আছে। খেজুর, পনীর ও কিশমিশের মূল্য গম ও যবের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। আমাদের দেশেও বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য বিদ্যমান আছে, যেমন উন্নতমানের চালের মূল্য গমের মূল্যের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী। খাদ্যাভাসের কারণে কোন ব্যক্তি বা কোন সমাজে বা অঞ্চলে বা কোন দেশে

[৮১] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

[৮২] সুনানে আবূ দাউদ ১৬২৪।

যেসকল লোক সারা বছর বেশীদামের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত ও আর্থিকভাবে সক্ষম, তারা সেই খাদ্য দিয়ে ফিতরা দিতে স্বাভাবিকভাবেই সক্ষম হবেন।

মূল্যের ব্যাপারটি পরিবর্তণশীল, মূল্য স্থায়ী থাকে না। হয়তবা সাময়িকভাবে কোন সময়ে বা কোন যুগে এর পরিবর্তণ নাও থাকতে পারে, কিন্ত বাস্তবে স্থায়ী হয় না। কোন দ্রব্যের বাজার মূল্য নির্ধারিত হয় প্রধানত: ঐ দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও চাহিদার কারণে। এই কারণগুলির যে কোন একটির কম বা বেশী হলে অন্যটিকে প্রভাবিত করে, যার ফলে বাজার মূল্যও কমে বা বাড়ে। তাছাড়া সকল স্থানে, অঞ্চলে বা দেশে একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য হয়ে থাকে, অর্থাৎ কমবেশী হয়ে থাকে। তাই খেজুরের মূল্যের পার্থক্য শর্তে নির্ধারিত নিসফে সা' গম প্রদানের বিধান ঐ সময়কার জন্য ঠিক ছিল মনে করা হলেও পরবর্তীকালে গমের মূল্য কমে যাওয়ার কারণে তা অকার্যকর হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকার বাজারে সাধারণ মানের এক কেজি খেজুরের মূল্য ১০০ টাকা, এ হিসাবে এক সা' (২.৫০০ কেজি) খেজুরের মূল ২৫০ টাকা। আর যদি এক কেজি গমের মূল্য ২৫ টাকা হয়, তাহলে এক সা' খেজুরের মূল্যের বিণিময়ে ১০ কেজি গম পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে খেজুরের মূল্য গমের মূল্যের চেয়ে চারগুন বেশী। মদীনার খেজুরের মূল্যের সাথে যদি গমের তুলনা করা হয়, তাহলে প্রথমে বলতে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নতমানের খেজুর উৎপন্ন হয় মদীনা অঞ্চলে। মদীনার এক কেজি 'আজওয়া' খেজুরের বর্তমানকালের মূল্য কমপক্ষে ১০০০ টাকা, সে হিসাবে এক সা' (২.৫০০ কেজি) খেজুরের মূল্য ২৫০০ টাকা, যার বিণিময়ে ১০০ কেজি (এক কুইন্টাল) গম পাওয়া যাবে। বর্তমানকালে মদীনার খেজুরের মূল্য গমের মূল্যের চেয়ে চল্লিশগুণ বেশী, অথচ মুয়াবিয়া রা. এর সময়ে গমের মূল্য মদীনার খেজুরের মূল্যের চেয়ে বেশী ছিল। অতএব, বর্তমানকালে নিসফে সা' গমের মূল্য এক সা' খেজুরের মূল্যের বিকল্প নয়। কিশমিশ ও পনীরের মূল্য গমের চেয়ে অনেক বেশী। যবের ব্যবহার আমাদের দেশে নাই। এসব কারণে মুহাক্কিক আলেমগণ মনে করেন নিসফে সা' গম প্রদানের প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা নাই। গমের ক্ষেত্রেও ফিতরার পরিমাণ হবে এক সা'।

যে সকল খাদ্যে ফিতরের যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন: কোন কোন খাদ্যের বিনিময়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে?

উত্তর:

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফেতরার যাকাত এক 'সা' খাদ্য অথবা এক 'সা' ভুট্টা অথবা এক 'সা' খেজুর অথবা এক 'সা' পনির অথবা এক 'সা' কিসমিস দ্বারা আদায় করতাম।[৮৩]

হাদিসে উল্লেখিত 'খাদ্য' বলতে অনেক আলেমের ধারণা আবু সায়ীদ খুদরী প্রথমে এক সা' খাদ্যের উল্লেখ করেছেন পরবর্তিতে খাদ্যগুলির বর্ণনা দিয়েছেন, অনেকের মতে কেবলমাত্র গমকে বুঝানো হয়েছে, আবার অনেক আলেম মনে করেন দেশের বা সমাজের প্রধান খাদ্য বুঝানো হয়েছে যেমন গম, ভুট্টা, চাল, ময়দা, বাজরা, জোয়ার বা অন্য যে কোন খাদ্য যা ঐ অঞ্চলের বা দেশের প্রচলিত প্রধান খাদ্য। মতামত যাই হউক না কেন, 'খাদ্য' বলতে যেটিই বুঝনো হউক, তা সমাজের সাধারণ খাদ্যের অনর্ভূক্ত বলে বিবেচিত। হাদিস গ্রন্থসমূহে যেসকল খাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন: যব, খেজুর, পনীর ও কিশমিশ সেগুলি রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে তৎকালীন মদীনার সমাজে প্রচলিত খাদ্য। সাহাবাদের রা. শাসন আমলে গমের আমদানী ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে ইসলাম সারা বিশ্বের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের ও অঞ্চলের মানুষের খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের মানুষের মোট গড় খাদ্যের অর্ধেকের বেশী খাদ্যের উৎস দানাদার শস্য যেমন চাল, ভূট্টা, যব, গম, ওট, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি। আর বাকি অন্যান্য খাদ্য যেমন মূল ও কন্দ জাতীয় যেমন ইয়াম, কাসাবা, আলু, মিষ্টিআলু, মূখী ইত্যাদি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তৈল, চর্বি, চিনি, বাদাম, শাঁস, ডাল ও শুঁটি, ফল-মূল, লতা-পাতা ও শাকসব্জি ইত্যাদি।

আলেমগণ সব ধরণের খাদ্য দিয়ে ফিতরা প্রদান যায়েজ মনে করেন না। শুকনো খাবার যেগুলো সংরক্ষণ করা সহজ, ফিতরার জন্য সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। পঁচণশীল এবং যে সকল খাদ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়, এগুলো দিয়ে ফিতরা প্রদান সমর্থন করেন না।

দানাদার খাদ্য যেমন চাল, যব, গম, ভূট্টা, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদির প্রচলন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে আছে এবং এগলোর যে কোন একটি বা একাধিক

[৮৩] সহীহ বুখারি ১৫০৬; সহীহ মুসলিম ২৩৩০।

দানাদার খাদ্য কোন অঞ্চল বা দেশের সাধারণ খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যাকাতুল ফিতর এর পরিমাণ হলো এক 'সা' খাদ্য। খেজুর, কিশমিশ, বিভিন্ন দানাদার শস্য যেমন চাল, যব, গম, ভূট্টা, ময়দা, বাজরা, জোয়ার, পনির, গুড়া দুধ বা মাংস ইত্যাদি দিয়ে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা যাবে।

ফিকাহবিদগণ মনে করেন দেশের সাধারণ খাদ্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত। অভ্যাসগত কিংবা শারীরিক সমস্যা বা হজমশক্তি কারণে কোন ব্যক্তি যদি ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে তবে ঐ ব্যক্তির নিজের খাদ্য অথবা দেশের সাধারণ খাদ্য, এর যে কোন একটি দিয়ে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত। **আরেকটি মত হচ্ছে, যিনি যে মানের খাদ্যদ্রব্য বছরের বেশিরভাগ সময় আহার করেন, সে মানের খাদ্যদ্রব্যের ভিত্তিতেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত।**

তবে শর্ত হলো: দানাদার খাদ্য হতে হবে। বাতিল, ঘুণে ধরা ও নষ্ট খাদ্য দেয়া যাবে না। ফিকাহবিদগণ আরও মনে করেন দেশের সাধারণ খাদ্য অথবা কোন ব্যক্তির নিজের খাদ্য চিহ্নিত করা গেলে, কেউ যদি কার্পণ্য ও অর্থলিপ্সার কারণে তার চেয়ে নিম্নমানের খাদ্যে যাকাতুল ফিতর গ্রদান করে, তাহলে তা জায়েয হবে না। তবে কেউ উচ্চমাণের খাদ্য প্রদান করলে তা জায়েয হবে।

উল্লেখ্য, দানাদার খাদ্যগুলোর মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য চাল। চাল একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য, এবং মূল্যের দিক থেকেও অন্যান্য দানাদার খাদ্যের চেয়ে বেশী। চাল দিয়ে যাকাত, ফিতরা, ফিদিয়া, কাফফারা, মান্নত, দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমীরাত, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের অনেক দেশে চাল দিয়ে ফিতরা প্রদান করা হয়। আরবে সুন্নাহ অনুযায়ী কেবলমাত্র খাদ্য দিয়ে ফিতরা প্রদান করা হয়, নগদ অর্থ প্রদানে উৎসাহিত করা হয় না। ফিতরা প্রদানকারী ক্রেতাদের সুবিধার জন্য এক সা' পরিমাণ নির্ধারিত ওজনের প্যাকেটকৃত চাল রমযানের শেষের দিকে আরবের সর্বত্র সকল দোকানপাট এমনকি ফুটপাতেও বিক্রি হয়ে থাকে। পবিত্র কা'বা ও মসজিদে নববীর চারপাশেও প্যাকেটকৃত চাল বিক্রির একই দৃশ্য দেখা যায়। একই সময়ে সমগ্র আরবে 'যাকাত আদায় ও বিতরণকারী' সংস্থাগুলোর অস্থায়ী স্টলসমূহে ফিতরা প্রদানকারীদের কাছ থেকে চালের প্যাকেট সংগ্রহ করা হয় এবং যথাসময়ে ফিতরাগ্রহীতাদের নিকট হস্থান্তর করা হয়।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য চাল দিয়েই ফিতরা প্রদান করা উচিত। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং মেহমানদারী, ফকির-মিসকিন খাওয়ানো, দান-খয়রাত ইত্যাদি কাজে চালই ব্যবহার হয়ে থাকে। আমরা ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করি এবং সালাত-সাওম সহ সকল ইবাদতসমূহ পালন করে থাকি। ফিকাহবিদগণ মনে করেন সমাজের সাধারণ খাদ্য থেকে তাদের ফিতরা প্রদান করা উচিত কারণ সমাজের ধনী-গরীব সকল লোক একই খাদ্যে অভ্যস্ত, তাহলে যাকাতদাতার জন্য নিজের খাদ্য দিয়ে ফিতরা প্রদান করা সহজ হবে এবং ফিতরাগ্রহীতাও তার চাহিদামত খাদ্যটি পাবে। গরীব-মিসকিন মানুষের দ্বারে দ্বারে চাল ভিক্ষা চায় আর ক্ষুধার্ত হলে দু'মুঠো ভাত চায়। ঘরে ঘরে মুষ্টিচাল ভিক্ষা দেয়া আর ফকির-মিসকিনদেরকে ভাত খাওয়ানো আমাদের সমাজের অতি প্রাচীন ঐতিহ্য। যেহেতু যাকাতুল ফিতর প্রদান করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য গরীব-মিসকিনদের জন্য ঈদের দিনে খাদ্যের ব্যবস্থা করা, যেন অভাবের লাঞ্ছনা নিয়ে তাদেরকে ঈদের দিনে ভিক্ষা করতে না হয়, সেহেতু কেবলমাত্র চাল দিয়েই তাদের এই চাহিদা পূরণ করে ভিক্ষা করা থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব।

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কাদের উপর ওয়াজিব?

উত্তর: ঈদুল ফিতরের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে যার নিকট যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে তার উপর যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) ওয়াজিব। পূর্ণ বৎসর নিসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকার দরকার নাই। যাকাতের ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র হিসাব হয় না। কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় আসবাবপত্র ব্যতিত অন্যান্য দ্রব্যাদি, অতিরিক্ত ঘর (খালি বা ভাড়ায় ব্যবহৃত) ইত্যাদি সম্পদ ধর্তব্য হবে।

অধিকাংশ আলিমের মতে, কোন ব্যক্তির নিকট ঈদের দিনে তার পরিবারের একদিন একরাত ভরণ-পোষণের খরচ ছাড়া অতিরিক্ত যাকাতুল ফিতর আদায় করা পরিমাণ অর্থাৎ এক সা' পরিমাণ খাদ্য থাকলেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে। যদি কারো নিকট এ পরিমাণ খাদ্য বা টাকা না থাকে তবে তাকে যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে না। বিভিন্ন হাদীসের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, কারো নিকট একদিন ও একরাতের খাবার থাকলে তার জন্য ভিক্ষা করা বা হাত পাতা ঠিক নয়। হাদীস:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَدْرُ مَا يُغْدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্বেও ভিক্ষা করে সে জাহান্নামের দিকে বেশি অগ্রসর হল। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুখাপেক্ষীর মাপকাঠি কি? তিনি বললেন, একদিন একরাতের খাবার থাকা।"[৮৪]

নর-নারী, যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। ইবনে ওমরের (রা:) বর্ণনা দ্বারা এটা নিশ্চিত করা হয়েছে। হাদীস:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) (রমজান মাসে) প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় সকলের উপর এক 'সা' খেজুর বা এক 'সা' যব সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন।"[৮৫]

নিজের পক্ষে, স্ত্রী এবং তার উপর নির্ভরশীল সকলের পক্ষে, এমনকি তার উপর নির্ভরশীল পিতামাতার পক্ষে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে হবে। তবে কেউ নিজে ইচ্ছা না করলে এবং তাদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি তার ভৃত্যদের পক্ষে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে বাধ্য নন।

গরীবের ঈদ ধনীর ঈদের আগে

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কখন আদায় করতে হবে?

উত্তর: সাওমপালনকারী ব্যক্তির চিত্তের পরিশোধনের অন্যতম উপায় হিসাবে তার উপর যাকাতুল ফিতর ধার্য করা হয়। এজন্য শেষ রমযানের দিন সূর্যাস্তের পরই যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে। যেহেতু শেষ রমযানের দিনের সূর্যাস্তের সাথে সাথেই সাওমের অবসান ঘটে, সেহেতু যাকাতুল ফিতরও তখন আদায় করতে হয়। সুন্নাহ অনুযায়ী ঈদের নামাযের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর প্রদান করা উচিত। এর ফলে গরীব-মিসকীনরা আনন্দচিত্তে অন্যান্য মুসলমান ভাইদের সাথে ঈদগাহে যেতে সক্ষম হয়।

---

[৮৪] সুনানে আবু দাউদ ১৬৩১।

[৮৫] সহীহ বুখারি ১০৫৩; সহীহ মুসলিম ২৩২৬;।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

হাদীসের ভিত্তিতে যাকাতুল ফিতর প্রদানের দু'টি সময় পাওয়া যায়।
(১) ফযিলতপূর্ণ সময়। (২) ওয়াক্তে জাওয়ায বা সাধারণ সময়।

প্রথমত ফযিলতপূর্ণ সময়: ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করা। সহীহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বস (রা:) থেকে বর্ণিত:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) সাদাকাতুল ফিতরকে ফরজ করেছেন সায়েমকে (সিয়াম অবস্থার) অনর্থক কথা এবং অন্যায় কাজের গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যাবস্থা করার জন্য। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করলো তারটা গ্রহণযোগ্য হবে আর যে ব্যক্তি সালাতের পরে আদায় করবে তারটা অন্যান্য সাদাকার মত সাধারণ সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।[৮৬]

সুতরাং বিনা কারণে সালাতের পর বিলম্ব করলে তা 'সাদাকাতুল ফিতর' হিসাবে গ্রহনযোগ্য হবে না। কারণ তা রাসূল (সা:) এর নির্দেশের পরিপন্থী। এজন্য ঈদুল ফিতরের সালাত একটু বিলম্ব করে আদায় করা উচিত যাতে মানুষ সালাতের পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারে। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূল (সা:) এর যুগে সাহাবায়ে কেরামগণ ঈদের দিন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। হাদীস:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفطر صاعا من طعام (صحيح البخاري)

অর্থ: "আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর যুগে **ঈদের দিন** এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য (সাদাকায়ে ফিতর) হিসাবে আদায় করতাম।"[৮৭]

দ্বিতীয়ত যায়েজ সময়: ঈদের এক দুইদিন পূর্বে সাদাকাতুর ফিতর আদায় করা যায়েজ। বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাফে' (র:) বলেন:

[৮৬] সুনানে আবু দাউদ ১৬১১।
[৮৭] সহীহ বুখারি১৪৩৯।

فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (صحيح البخاري)

অর্থ: "ইবনে ওমর (রা:) নিজের এবং ছোট-বড় সন্তানদের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, রাবী নাফে বলেন, এমনকি তিনি আমার সন্তানদের পক্ষ হতেও। তিনি যাকাতের হকদারদেরকে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর পৌছে দিতেন।"[৮৮]

মোট কথা: পূর্বের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল যে, সাদাকাতুল ফিতর ঈদের সালাতের পূর্বেই আদায় করতে হবে। বিনা করণে ঈদের সালাতের পর আদায় করা জায়েয নেই। তবে যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বিলম্ব করে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যেমন সে এমন স্থানে আছে যে, তার নিকট আদায় করার মত কোন বস্তু নেই বা এমন কোন ব্যক্তিও নেই, যে এর হকদার হবে। অথবা হঠাৎ তার নিকট ঈদের সালাতের সংবাদ পৌঁছল, যে কারণে সালাতের পূর্বে আদায় করার সুযোগ পেল না। অথবা সে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিল, আর সে আদায় করতে ভূলে গেছে। এমতাবস্থায় সালাতের পর আদায় করলে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সে অপারগ।

ওয়াজিব হচ্ছে: সাদাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা উকিলের মাধ্যমে যথাসময়ে সালাতের পূর্বে পৌঁছানো। যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রদানের নিয়ত করে, অথচ তার সঙ্গে বা তার নিকট পৌঁছাতে পারে এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাত না হয়, তাহলে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবে। বিলম্ব করবে না।**যাকাতুল ফিতর কাদেরকে প্রদান করতে হবে**

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর কাদেরকে প্রদান করতে হবে?

উত্তর: ফিতরা কেবলমাত্র মুসলিম ফকীর মিসকীনদেরকে প্রদান করতে হবে। হাদীসে রয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) সাদাকাতুল ফিতরকে ফরজ করেছেন সায়েমকে (সিয়াম অবস্থার) অনর্থক কথা

[৮৮] সহীহ বুখারি ১৪২৩।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

এবং অন্যায় কাজের গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের ব্যাবস্থা করার জন্য।[৮৯]

রাসূলুল্লাহ সা. এর বাণীটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যাকাতুল ফিতর মিসকীন, ফকীর ও অভাবীদের হক। আল্লামা শাওকানী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, "এতে দলীল রয়েছে যে, ফিতরা কেবল যাকাতের খাতসমূহের মধ্য থেকে মিসকীনদের মাঝে প্রদান করা হবে"।[৯০]

যদি কোন মুসলমান ঈদের জামায়াতের আগে যাকাতুল ফিতর প্রদান করতে ভুলে যায় তাহলে ঈদের সালাতের পরে যাকাতুল ফিতর প্রদানের অনুমোদন নাই। কেননা যাকাতুল ফিতর প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈদের দিনে গরিবদের প্রয়োজন মিটানো। কাজেই যাকাতুল ফিতর প্রদানে বিলম্ব ঘটলে এর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত হাদিসে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, "সাওমপালনকারী ব্যক্তি সাওম রাখা কালে যে সব বাজে কথায় লিপ্ত হয়েছেন তাহা থেকে তাহার আত্মার শুদ্ধির জন্য আল্লাহর রাসুল সা. যাকাতুল ফিতর প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন ।"জুমহুর আলিমের মতে, কোন প্রকার ওযর ছাড়া ঈদের সালাতের আগে আদায় না করে দেরী করলে তাতে পাপ বা গুনাহ হবে। তবে তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকেই যাবে। বিলম্ব হলেও প্রদান করতে হবে।

যাকাতুল ফিতর এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর

প্রশ্ন: এক এলাকার যাকাতুল ফিতর অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে কি?

উত্তর: যাকাতুল ফিতর প্রদানকারীর নিজ দেশেই এটা বিতরণ করা উচিত। মহানবী সা. এর হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, " এটা (যাকাতুল ফিতর) ধনিদের মধ্য থেকে নিতে হবে এবং গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে"। অনেক দেশে এবং অনেক অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে যাকাতপ্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম। আবার অনেক দেশে এবং অনেক অঞ্চলে মুসলিমদের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা খুবই বেশী। ক্ষুধা ও বুভূক্ষাজনিত দুর্দশাগ্রস্ত এ সব মুসলমান যাকাত পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। যেসকল দেশ ও অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে যাকাতপ্রার্থীর সংখ্যা

[৮৯] সুনানে আবু দাউদ ১৬১১।

[৯০] যাকাতুল ফিতর, নাদা আবু আহমাদ, পৃষ্ঠা :১৪

খুবই কম, তাদের উচিত তাদের উদ্বৃত্তের কথা বিবেচনা করে তাদের যাকাতুল ফিতর এসব দরিদ্র মুসলমানদের জন্য পাঠিয়ে দেয়া। অনেক জ্ঞানী আলেম মনে করেন প্রয়োজনের অগ্রাধিকার অথবা উদ্বৃত্তের কথা বিবেচনা করে যাকাতুল ফিতর প্রদানকারী ব্যক্তির দেশ থেকে অন্য কোন দেশে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

বর্তমানকালে অনেক লোক তাদের কর্মস্থানের কারণে বিদেশে অবস্থান করেন। অনেকেই তাদের নিজ দেশের গরীব আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে তাদের ফিতরা প্রদানে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে যদি তিনি সুন্নাহ অনুযায়ী খাদ্য প্রদান করতে চান তবে তিনি নিজ দেশে তার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা এক সা' খাদ্য ক্রয় করে যাকাতপ্রার্থীকে প্রদান করতে পারেন। আর ফিতরা যদি নগদ অর্থে প্রদান করতে চান, তবে তিনি বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করেন সে দেশের স্থানীয় বাজারে এক সা' খাদ্যের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ নিজ দেশের যাকাতপ্রার্থীর নিকট পাঠাতে পারেন। তবে নিজ দেশের খাদ্যের মূল্য প্রদান করতে পারবেন না, তিনি বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করেন সে দেশের খাদ্যের মূল্য দিতে হবে।

যাকাতুল ফিতর এক দেশ থেকে অন্য কোন দেশে স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈদের জামায়াতে যাওয়ার আগেই যাকাতুল ফিতর প্রাপকদের কাছে পৌছাতে হবে।

যাকাতুল ফিতর নগদে প্রদান

প্রশ্ন: যাকাতুল ফিতর নগদ অর্থে প্রদান করা যাবে কি?

উত্তর: খাদ্যদ্রব্য ছাড়া উহার মূল্যবাবদ নগদ অর্থ প্রদান করার ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে।

ঈমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমদ র. মূল্য প্রদান সমর্থন করেন নি। ঈমাম আহমদ বলেন- আমি ভয় করছি যে তাতে আদায় হবে না। তাছাড়া তা রাসূল সা. এর সুন্নাতের পরিপন্থি।

ঈমাম সওরী, আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীগণ মূল্য প্রদান করা জায়েয বলেছেন। জ্ঞানী আলেমদের অনেকে মনে করেন যে, খাদ্য-দ্রব্যের গুণগত মানকে বিবেচনায় এনে (বর্তমান বাজার মূল্যে) নগদে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা যায়। মানুষের জন্য যাকাত প্রদানের কাজটিকে সহজ করে তোলাই এর লক্ষ্য।

http://JumuarKhutba.Wordpress.com

তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের মানদন্ডে যাকাতুল ফিতর হিসাব বৈধ নয়। কারণ এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক বছর থেকে অন্য বছরে খাদ্য সামগ্রীর দামের ব্যাপক তারতম্য ঘটে।

নগদ অর্থে যাকাতুল ফিতর হিসাব

প্রশ্নঃ নগদ অর্থে যাকাতুল ফিতর হিসাব করা হবে কিভাবে?

উত্তরঃ যাকাতুল ফিতর প্রদানের সময়, ফিতরা প্রদানকারী ব্যক্তি স্থানীয় বাজারে এক সা' খাদ্যের মূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ হিসাব করবেন।

উদাহরণস্বরূপ :

সাধারণ মানের চাল প্রতি কেজি ৩০ টাকা হলে, এক সা' বা ২.৫০০ কেজি চালের মূল্যবাবদ জনপ্রতি ফিতরা ৭৫ টাকা হবে।

মাঝারী মানের চাল প্রতি কেজি ৪০ টাকা হলে, এক সা' বা ২.৫০০ কেজি চালের মূল্যবাবদ জনপ্রতি ফিতরা ১০০ টাকা হবে।

উৎকৃষ্ট মানের চাল প্রতি কেজি ৬০ টাকা হলে, এক সা' বা ২.৫০০ কেজি চালের মূল্যবাবদ জনপ্রতি ফিতরা ১৫০ টাকা হবে।

উপরের এই হিসাবগুলি কেবলমাত্র উদাহরণ, ফিতরা প্রদানকারীব্যক্তি ফিতরা প্রদানের দিন তিনি যে মানের চাল বছরের বেশীরভাগ সময় গ্রহন করেন, স্থানীয় বাজারে সে মানের চালের মূল্য যাচাই করে এক সা' বা ২.৫০০ কেজি চালের মূল্য জনপ্রতি ফিতরা নগদ অর্থে নির্ধারণ করবেন।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈদের জামায়াতে যাওয়ার আগেই যাকাতুল ফিতর প্রাপকদের কাছে পৌঁছাতে হবে।